নজরুল ইসলামী সংগীত ও কবিতায়

অনৈসলামিক আকিদা

আবদুল হামিদ ফাইযী

العقيدة المنحرفة في أشعار الشعراء

جمع وترتيب : عبد الحميد الفيضي

আব্দুল হামীদ ফাইযী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آلـه وصحبه أجمعين، وبعد:

মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা প্রতিভা দান করেন। মুমিন-কাফের, বাধ্য-অবাধ্য যে কোন মানুষকে এই পার্থিব্য সম্পদ দান করেন। অবশ্য তিনি যার জন্য কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।

এ জগতে কবিত্বের প্রতিভা লাভ করেছেন বহু মানুষ। তাঁদের কেউ সৃষ্টিকর্তার বাধ্য এবং অধিকাংশই অবাধ্য। ঈমানের ভিত্তিতে উক্ত দুই শ্রেণীর কবির কথা মহান আল্লাহ আলোচনা করেছেন তাঁর পবিত্র কুরআনে 'শুআরা' (কবিগণ) নামক সূরায়। সেই আলোচনায় তাঁদের প্রকৃত অবস্থাও তুলে ধরেছেন। আর সতর্ক করেছেন তাদেরকেও, যারা কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত কথাকে 'অহী'র মত বিশ্বাস করতে থাকে। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর কবি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ (٢٢٦)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে জানাব কি, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের নিকট। ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? এবং তা বলে, যা করে না। *(সূরা শুআরা ২২১-২২৬ আয়াত)*

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম! ওরা যে সকল উপত্যকায় কল্পনা-বিহার করে, তা আমরা দেখেছি; ওরা কখনো কাউকে গালি দেয়, কখনো কারো প্রশংসা করে।'

ক্বাতাদাহ (রঃ) বলেন, 'কবি কখনো কোন জাতির শুধুশুধু প্রশংসা করে এবং কখনো কোন জাতির অন্যায়ভাবে নিন্দা গায়।' *(ইবনে কাষীর)*

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে আর্জ্ নামক স্থানে ছিলাম। এমন সময় একজন কবি দেখা গেল, যে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তার দিকে

ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, শয়তানটাকে ধর। "কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।" *(বুখারী ৬১৫৪, মুসলিম২২৫৮-নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে মুসাফির আল্লাহ ও তাঁর যিক্র নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, ফিরিশ্তা তার সঙ্গী হন। আর যে কাব্য-চিন্তা নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, শয়তান তার সঙ্গী হয়।" *(সহীহুল জামে' ৫৭০৬)*

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٢٧)

অর্থাৎ, তবে তারা (ঐ শ্রেণীর) নয়, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? *(সূরা শুআরা ২২৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই কিছু কবিতায় হিকমত (জ্ঞান) আছে।" *(বুখারী ৬১৪৫নং)*

আর তিনি এমন কবির জন্য দুআও করেছেন। কবি হাস্সান বিন সাবেত তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করেছেন এবং মুশরিকদের কবিতার জবাব দিয়েছেন।

কবি নজরুল কোন্ শ্রেণীর ছিলেন, সেটা আমার বিষয়বস্তু নয়। তিনি যা ছিলেন, না ছিলেন - সে বিষয়ে সমসাময়িক উলামাগণ আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। যাঁদেরকে কবি 'আমপারা পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে' ইত্যাদি বলে জবাবও দিয়েছেন। গালির ইঁটের বদলে গালির পাটকেল তিনিও ছুঁড়েছেন এবং উপর দিকে নিজের ছুঁড়া থুথু নিজের তথা নিজের জাতির গায়েই ফেলেছেন।

কৈশোরে মক্তবে লেখাপড়া করে, মোল্লাগিরি (?) করে এবং মুসলিম পরিবেশে মানুষ হয়ে তাদের 'হাঁড়ির খবর' জেনে তিনি ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। তিনি সঠিক ইসলামকে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি বলেই, একজন 'মোল্লা' ছিলেন এবং 'আলেম' ছিলেন না বলেই, তাঁর লেখায় অনেক ইসলাম-পরিপন্থী আকীদায় ভরতি। পরিবেশ থেকে যা পেয়েছেন, তাই লিখেছেন। তাতে তাঁর কোন দোষ নেই। আর সেই জন্য তিনি যা লিখেছেন, তাই কিন্তু ইসলামের বাস্তব রূপ নয়।

আসলে তিনি যে কি, তা কবিতার ছত্রেও ধরা মুশকিল। কারণ, কবিরা কি হয়, সে কথা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পরিষ্কার করেই দিয়েছেন। 'তারা প্রত্যেক উপত্যকায় কল্পনা-বিহার করে। আর তারা যা করে না, তাও বলে থাকে।' আর কবি নজরুল যেমন ইসলামের জয়গান গেয়েছেন, তেমনি ইসলাম-বিরোধী কথাও বলে গেছেন। তিনি কি বিশ্বাস করতেন, আর কি বিশ্বাস করতেন না সেটা আল্লাহই ভালো জানেন; সেটা আমার বিচার্য নয়।

আমার বিষয়বস্তু হল তাঁর ছেড়ে যাওয়া কবিতা ও সঙ্গীতে শরীয়ত-বিরোধী কথাকে শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরা, যাতে তাঁরা তাঁর কবিতা পড়ে শরীয়ত-বিরোধী কথা বিশ্বাস করে ঈমানের মত অমূল্য ধনকে হারিয়ে না বসেন। সঙ্গীত-প্রিয় অজ্ঞ মানুষ তাঁর সঙ্গীত শুনে ভুল আকীদা মনের মধ্যে স্থান দিয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পাপ না করে বসেন।

বড় দুঃখের বিষয় যে, বহু মুসলিম কুরআন-হাদীসের আসল পন্ডিতদের কাছে শরীয়তের জ্ঞান ও ইসলামী ইতিহাস গ্রহণ না করে, তথাকথিত মনীষী, কবি, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক এবং অনুরূপ সাহিত্য-প্রবন্ধ, কবিতা, গান, গজল-গীতি, নাটক-যাত্রা, ফিল্ম, উপন্যাস, সংবাদ-পত্র প্রভৃতি থেকে ইসলামী ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে থাকে। আর তার পরেই সেই মনের পরিপন্থী ফতোয়া শুনে চমকে উঠে দ্বীনের আলেমকে 'কাঠমোল্লা' ভেবে নিজের পরকাল বরবাদ করে। অবশ্য ফতোয়াবাজ কাঠমোল্লা যে সমাজে নেই, তা আমি বলছি না। কিন্তু তিনি আসলেই 'কাঠমোল্লা' কি না - তা যাচাই করে নিজের ঈমান-আমল ঠিক করতে বলছি 'কাঠ-বিজ্ঞানী' মুসলিমদেরকে।

কেউ বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন, কেউ বিরাট ডাক্তার হতে পারেন, কেউ বিশাল কবি হতে পারেন এবং সমাজে তাঁর বিরাট মর্যাদা লাভ হতে পারে, কিন্তু তা বলে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে যা বলবেন, সেটাই ইসলাম হবে - তা হতে পারে না। তাঁর বিশিষ্ট জ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকে সমান জ্ঞান করবেন, তা ঠিক হবে না।

বক্ষমাণ পুস্তিকায় ইসলামী জ্ঞানের বিশুদ্ধ নিক্তি দ্বারা বিদ্রোহী কবি নজরুল তথা অন্য কিছু কবির কবিতা তথা গজল-গীতিকে ওজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওজন সঠিক হয়েছে কি না, তা জ্ঞানীরাই বিচার করবেন।

উদ্দেশ্য, সঠিক আকীদার প্রচার তথা মুসলিম জনসাধারণের হিতকামনা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান ও আমল শুদ্ধ কর। পরিবেশের ধুলো-ময়লাতে আমাদের ঈমান মলিন হয়ে থাকলে, তা কিতাব ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের পানি দ্বারা ধৌত কর। আমাদেরকে তোমার, তোমার রসূল ﷺ তথা তোমার দ্বীন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করার তওফীক দান কর। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
২৯/৯/১৪২৯হিঃ
২৯/৯/২০০৮খৃঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশা, ভরসা ও শরণ

বিপদে আল্লাহ ছাড়া আর কারো শরণ নেওয়া যাবে না। মুসীবতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহবান করা যাবে না। যে কোনও সৃষ্টি, তা যদি জীবিত, উপস্থিত ও সাহায্যদানে সমর্থ না হয়, তাহলে বালা-মুসীবতে তাকে আহবান করা বৈধ নয়। কারণ, তাতে শির্ক হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٢) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন করুণা করলে কেউ তার নিবারণকারী নেই এবং তিনি যা নিবারণ করেন তারপর কেউ তার প্রেরণকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা ফাত্বির ২ আয়াত)*

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٣٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।' *(সূরা যুমার ৩৮ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে

(বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, “ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (আদেশসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখো যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।” *(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)*

পানাহ চাওয়া, শরণ নেওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করা একটি ইবাদত; যা আল্লাহর জন্যই উপযুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢٠٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা আ’রাফ ২০০, আরো দ্রষ্টব্য সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৬ আয়াত)*

সূরা ফালাক ও নাসেও মহান আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তা অন্যের কাছে প্রার্থনা করা, ঐ ইবাদত অন্যের জন্য নিবেদন করা অবশ্যই শির্ক।

বলা বাহুল্য, কোন বিষয়ে কোন পীর, অলী, জ্বিন বা নবীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাঁদের শরণ নেওয়া শির্কে আকবার।

এরূপ আশ্রয় প্রার্থনাতে কোন লাভও নেই। আশ্রয়প্রার্থী যদি কোন মৃত অথবা অনুপস্থিত অথবা এমন ব্যক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে, যে আশ্রয় দিতে সক্ষম নয়, তাহলে সে ক্ষতি ছাড়া লাভ অর্জন করতেই পারে না। এ কথা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (٦) سورة الجن

অর্থাৎ, আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা তাদের ভয় বাড়িয়ে দিল। *(সূরা জ্বিন ৬ আয়াত)*

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে থাকা ভালো যে, পার্থিব কোন বিষয়ে কোন জীবিত,

উপস্থিত ও সাহায্যদানে সমর্থ ব্যক্তির কাছে অর্থ সাহায্য, শত্রু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ইত্যাদি শির্ক নয়। শির্ক হল মৃত, অনুপস্থিত ও সাহায্যদানে অসমর্থ ব্যক্তির কাছে এমন বিষয়ে সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করা, যে বিষয়ে সাহায্য বা আশ্রয় দেওয়া কেবল আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যেমন, রোগ, ভয়-ভীতি, বালা-মুসীবত, অভাব-অনটন, জীবন ভিক্ষা ইত্যাদিতে গায়বীভাবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

ডাক্তারের কাছে রোগের কথা বলে চিকিৎসা শির্ক নয়। কারণ, ডাক্তার জীবিত, উপস্থিত এবং চিকিৎসা করায় তাঁর সামর্থ্য আছে। অবশ্য রোগ দূরকর্তা সেই আল্লাহই।

বাঘ বা জ্বিনের ভয় দূর করতে আপনি আপনার আব্বার কাছে সাহায্য চাইলেন। তিনি আপনাকে সাহস দিলেন বা সাথে গেলেন। এটাও শির্ক নয়। কারণ, আপনার আব্বা জীবিত, উপস্থিত এবং সে ভয় দূর করায় তাঁর সামর্থ্য আছে। অবশ্য আসল ভয় দূরকর্তা সেই আল্লাহই।

অভাবের সময় কোন ধনী মানুষের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেন। তাও শির্ক নয়। কারণ, সে জীবিত, উপস্থিত এবং সে অভাব দূর করায় তার সামর্থ্য আছে। অবশ্য আসল অভাব দূরকর্তা সেই আল্লাহই।

পানিতে ডুবার সময় আপনি পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে আহবান করলেন, ‘আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও!’ এটি শির্ক নয়। কারণ, সে জীবিত, উপস্থিত এবং সেই পানিতে নেমে আপনাকে উদ্ধার করতে তার সামর্থ্যও আছে। অবশ্য আসল জীবন-দাতা সেই আল্লাহই।

পক্ষান্তরে কোন রোগের সময় যদি আপনি এমন লোকের কাছে রোগ নিরাময় প্রার্থনা বা কামনা করেন, যে জীবিত নয়, অথবা জীবিত হলেও সে আপনার সামনে উপস্থিত নয়, অথবা সে রোগ নিরাময় করতে তার কোন সামর্থ্য নেই, তাহলে তা শির্ক হয়ে যাবে। কারণ এমন কামনা কেবল আল্লাহর কাছেই করা যায় এবং একমাত্র তিনিই সে কামনা পূরণ করতে পারেন।

অনুরূপ জ্বিনের ভয়, বালা-মুসীবত, অভাব অনটন দূর করার জন্য যদি আপনি নবী, আলী, ফাতেমা, হাসান-হুসেন বা মৃত পীর বা জীবিত অনুপস্থিত কোন বুযুর্গকে আহবান করেন, তাহলে তা শির্ক হবে।

বাংলার নদীতে ডুবে মরার সময় যদি আব্দুল কাদের জীলানী, অথবা বাগদাদের কোন জ্যান্ত পীরকে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলে আহবান করেন, তাহলে তা অনর্থক হবে এবং শির্কও।

অবশ্য যদি বলেন, নবী-অলীরা মৃত নন, জীবিত এবং তাঁরা সব জায়গায় উপস্থিত থেকে ভক্তদের সাহায্য করতে পারেন, তাহলে সে কথা আলাদা এবং সেটা আর এক

শির্ক ও অমূলক ধারণা।

অনুরূপভাবেই মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা বৈধ নয়। মুসলিমের সকল কাজে একমাত্র নির্ভর ও ভরসাস্থল মহান আল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (١٦٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। *(সূরা আলে ইমরান ১৬০ আয়াত)*

{فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً} (٨١) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। আর কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ৮১ আয়াত)*

{وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (١١) سورة المائدة

অর্থাৎ, বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরেই ভরসা করা। *(সূরা মাইদাহ ১১ আয়াত)*

{وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٢٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, (মূসার দুই অনুসারী বলল,) তোমরা বিশ্বাসী হলে কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর কর। *(ঐ ২৩ আয়াত)*

{قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা। *(সূরা তাওবাহ ৫১ আয়াত)*

{وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ} (٨٤)

অর্থাৎ, মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। *(সূরা ইউনুস ৮৪ আয়াত)*

{وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٦٧) سورة يوسف

অর্থাৎ, (ইয়াকূব) বলল, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ

করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করলাম এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক। *(সূরা ইউসুফ ৬৭ আয়াত)*

{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)*

যত রকমের আশা রাখতে হবে আল্লাহর কাছে। সকল আশা পূরণকারী তিনিই। তিনি ছাড়া অন্য কেউ আশা পূরণ করতে পারে না।

সুতরাং ধ্যান করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। যিক্র ও স্মরণ হবে কেবল তাঁর নামের। জপা হবে কেবল তাঁরই নাম।

তিনিই উপকারী-অপকারী। তিনি ছাড়া আর কারো বান্দার উপকার বা অপকারের কোন হাত নেই। এ সৃষ্টির সেরা যিনি, সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে প্রিয় যিনি, তাঁর জন্য তিনি বলেছেন,

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١٨٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী। *(সূরা আ'রাফ ১৮৮ আয়াত)*

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} (٢١) {قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا} (٢٢) سورة الجن

অর্থাৎ, বল, আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই। বল, আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পাব না। *(সূরা জ্বিন ২১-২২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশকে সম্বোধন করে বলে গেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব!

আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

চাচা আবূ তালেবের যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিন। আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ করে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।"

কিন্তু পাশে বড় বড় নেতা বসে ছিল। আবূ জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?

যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করেন, ততবার তারা তা নাকচ করে দেয়। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। আল্লাহর নবী ﷺ জানতেন, ঐ কলেমা ছাড়া কিয়ামতে বাঁচার কোন উপায় নেই। ভাতিজার আত্মীয়তার বন্ধনও কোন কাজে দেবে না। ভাতিজা চাচার জন্য কিছু করতেও পারবে না। উপায় না দেখে তিনি ভাবলেন, চাচা ইসলাম প্রচারে তাঁর এত সহযোগিতা করেছেন। হয়তো বা তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হবে।" মহান আল্লাহ বিধান অবতীর্ণ করলেন,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। *(সূরা তাওবাহ ১১৩ আয়াত)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বললেন,

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

অর্থাৎ, কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ একদা তাঁর মায়ের কবরের পাশ দিয়ে পার হওয়ার সময় কাঁদতে লাগলেন।

তা দেখে সঙ্গী সাহাবীগণও কাঁদতে লাগলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে আমার মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।"

কোন কোন বর্ণনায় আছে, এই আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে নিষেধ করলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। *(সূরা তাওবাহ ১১৩ আয়াত)*

তাহলে আর কে কার উপকার করতে পারবে? আত্মীয়তার বন্ধন যদি কোন উপকার না করতে পারে, তাহলে ধূপ-বাতি, আগর-বাতি, মোমবাতি, ৫ টাকার বাতাসা, ১০ টাকার মাটির ঘোড়া, নযয-নিয়াযের বন্ধন কি কোন উপকারী হতে পারে?

কেউই নয়। মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে সীমাহীন ভক্তির সাথে যাদের পূজা করে চলেছে, যাদের জন্য সিজদা, নযর-নিয়ায, কুরবানী, প্রার্থনা ইত্যাদি নিবেদন করে চলেছে, তারা তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারবে না। বরং তারা নিজেরা নিজেদেরই কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ সে কথা তাঁর কুরআনে বলেন,

{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}

অর্থাৎ, বল, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বল, তিনি আল্লাহ। বল, তবে কি তোমরা আওলিয়া (অভিভাবক)রূপে গ্রহণ করছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়? বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? অথবা কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যার কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে তালগোল খেয়ে গেছে? বল, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী। *(সূরা রা'দ ১৬ আয়াত)*

{وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا

يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا} (٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্যরূপে অপরকে গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের ইষ্টানিষ্টেরও মালিক নয় এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না। *(সূরা ফুরক্বান ৩ আয়াত)*

এক তওহীদবাদী মুসলিম বান্দার বিবৃতি উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন,

{أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ} (٢٣)

{إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} (٢٤) سورة يــس

অর্থাৎ, আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? পরম দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। *(সূরা ইয়াসীন ২৩-২৪ আয়াত)*

বিজ্ঞ পাঠক! আসুন তওহীদের এই আলোকে কবির কবিতা পাঠ করে বিচার করি এবং নিজেদের ঈমান রক্ষা করি।

*****

আবহায়াতের পানি দাও, মরি পিপাসায়।
শরণ নিলাম নবিজির মোবারক পায়।
ভিখারীরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে,
দয়ার সাগর তুমি যে মরু সাহারায়।। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৫ নং*

*****

তোমায় পেলে পাব খোদায় ---
তাই শরণ যাচি তোমারি পায়। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১০ নং*

বুঝতেই পারছেন, নবিজীর মোবারক পায়ের শরণ নেওয়া এবং তাঁর কাছে ভিক্ষা চাওয়া দুটোই শির্ক।

তিনি দয়ার সাগর ছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর তাঁর নিকট দয়া ভিক্ষা করা যায় না। এই শরণ ও দয়া ভিক্ষা একমাত্র করতে হবে আল্লাহর কাছে।

*****

আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত
ও নাম প্রাণের মিটায় পিয়াসা
আমার তমন্না আমার আশা,
আমার গৌরব আমার ভরসা। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭ নং*

মহানবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া একটি ইবাদত। তাঁর নাম শোনামাত্র দরূদ পড়া

প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু তাঁর নাম স্মরণ করা, জপ করা, তাঁর ধ্যান করা কোন ইবাদত নয়। বরং আল্লাহর নাম স্মরণ করা এবং তাঁর যিক্র করা একটি ইবাদত। সুতরাং নবীর নামের যিক্র বা ধ্যান করলে শির্ক হয়।

অনুরূপভাবে আমাদের তামান্না, আশা ও ভরসা একমাত্র মহান আল্লাহ। তাঁর নবী আমাদের আশা-ভরসা নন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন সৃষ্টির উপর আশা-ভরসা রাখলে শির্ক হয়।

আমি যেতে নারি মদিনায়, হে প্রিয় নবী!
আমারই ধ্যানে এস, প্রাণে এস, আল-আরাবী।........
হে প্রিয়তম গোপন তব তরে আমি কাঁদি
তোমারে দিয়াছি মোর দুনিয়া আখের সবই। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৮ নং*

অথচ মুসলিমের জীবন-মরণ কেবল আল্লাহর জন্যই। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١٦٢) {لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম। *(সূরা আনআম ১৬২- ১৬৩ আয়াত)*

'তুই যা চাস্ তাই পাবি হেথায়,
আহমদ চান[1] যদি হেসে।' *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ২৬ নং*

আল্লাহ যা চান তাই হয়। কোন নবী-অলীর চাওয়ায় কেউ কিছু পায় না, পেতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٢٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(সূরা তাকভীর ২৯ আয়াত)*

উহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত শহীদ হল। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, সেই জাতি কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে, যে জাতি তার নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে?! মহান আল্লাহ তাঁর জবাবে বললেন,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ } (١٢٨) {وَلِلّهِ مَا فِي

---

(1) `আহ্মদ কন যদি হেসে।'

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٢٩)

অর্থাৎ, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী। আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ১২৮- ১২৯ আয়াত)*

এ তো কেবল আহমদের ইচ্ছা ও চাওয়ার কথা। তিনি নিজে তো আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়ার সাথে নিজের ইচ্ছা ও চাওয়াকে যুক্ত করতে পছন্দ করতেন না। একদা এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে তাঁকে বলল, 'আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)।' তা শুনে তিনি বললেন, "তুমি তো আল্লাহর সঙ্গে আমাকে শরীক (বা সমকক্ষ) করে ফেললে! না; বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৬৬)*

বলা বাহুল্য, তিনি আল্লাহর হাবীব হতে পারেন; তা বলে কোন বিষয়ে তাঁর শরীক হতে পারেন না। আল্লাহ মা'বূদ, আর তিনি আব্দ্ ও রসূল। আর উভয়ের আসন নিশ্চয় ভিন্ন।

কাঁদব মাজার শরীফ ধরে, শুনব সেথায় কান পাতি,
হয়ত সেথা নবীর মুখে রব উঠে 'য়্যা উম্মতি'।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৬ নং

কা'বা শরীফের হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যখানে বুক লাগিয়ে কাঁদা বিধেয়। তার বিপরীতে মহানবী ﷺ বা আর কারো মাজার ধরে কাঁদা শির্ক অথবা বিদআত। তিনি ইহলোকে নেই এবং ইহলোকের কোন শব্দ তাঁর কানে যায় না। তাঁর কোন শব্দও ইহজগতে আসে না। তাঁর মসজিদের মাইকের দরূদও তিনি শুনতে পান না। পক্ষান্তরে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে নিঃশব্দে পঠিত দরূদ শরীফ তাঁর উপর পেশ করা হয়। ফিরিশ্তার মাধ্যমে সে দরূদ তাঁর নিকট পৌঁছে। তিনি সরাসরি কোন দরূদ বা কথা শুনতে পান না।

প্রকাশ থাকে যে, কিয়ামতের দিন তিনি 'ইয়া উম্মতী' বলবেন।

জ্ঞাতব্য যে, মহানবী ﷺ অথবা অন্য কোন নবী-অলী কবরে থেকে কারো আবেদন শুনতে পান না। সে আবেদন রক্ষা করতেও পারেন না। নিজে থেকে তো নয়ই; বরং আল্লাহর নিকট থেকে চেয়েও নয়। প্রয়োজনে সাহাবাগণ বড় বড় সাহাবীদের নিকট দুআ চেয়েছেন, তবুও পাশেই শায়িত মহানবী ﷺ-এর কাছে দুআ চাননি। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাঁদের আবেদন, না শুনতে পারেন এবং না-ই মঞ্জুর করতে পারেন।

*****

ইয়া মুহাম্মাদ, বেহেশ্ত হতে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে

এবার আমায় নাজাত দাও। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৪১ নং*

এ ছত্রে সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন ও আহবান করা হয়েছে এবং যে দুটি জিনিস প্রার্থনা করা হয়েছে, সে দুটি জিনিসই দান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পথ দেখানো তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর জীবনাবসানের পর বেহেশ্ত হতে মানুষকে পথ দেখানো আর সম্ভব নয়। তিনি বলে গেছেন, "মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়।" (মুসলিম) সুতরাং তিনি মধ্য জগৎ থেকে তবলীগের কাজ জারী রাখবেন কিভাবে?

আর দুঃখ থেকে নাজাত দেওয়া তাঁর কাজ নয়। এ কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর। সুতরাং এ চাওয়া তাঁর নবীর কাছে চাওয়া শির্ক।

*****

ইয়া রাসূলুল্লাহ! মোরে রাহ্ দেখাও সেই কাবার
যে কাবা মসজিদে গেলে পাব আল্লার দীদার।.........
যে কাবায় কুল-মাগফেরাতে কর তুমি ইন্তেজার
যে কাবাতে গেলে দেখি আরশ-কূর্শী লওহ কালাম।
মরণে আর ভয় থাকে না, হাসিয়া হয় বেড়া পার।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৪২ নং

এখানেও সেই একই আহবান। আর রাসূলুল্লাহ হলেও আল্লাহকে ছেড়ে তাঁকে আহবান করা শির্ক। যেহেতু তিনি হাজির-নাজিরও নন যে, তাঁকে ঐভাবে সম্বোধন করে পথের সন্ধান চাওয়া হবে।

কা'বা শরীফ গেলে আল্লাহর দীদার পাওয়া যায় না। আল্লাহ আছেন সাত আসমানের উপরে আরশে। এ দুনিয়ায় তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। অবশ্য হজ্জ-উমরা করলে পরকালে তাঁর দীদার লাভের আশা করা যায়।

যেমন কা'বায় গেলে আরশ-কুরসী, লওহ কালাম দেখার ধারণা ভুল। আল্লাহর আরশ-কুরসী আছে ঊর্ধ্বজগতে সাত আসমানের উপরে। লাওহে মাহফূয ও কলমও তাঁর নিকটেই আছে। সুতরাং মক্কার কা'বা মসজিদে গিয়ে তা দেখতে পাওয়ার কথা আবেগে গাওয়া গান মাত্র, কোন সত্য তথ্য নয়।

*****

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী।
মদীনা-বাসিনী পাপ-তাপ নাশিনী।
উম্মত তারিণী আনন্দিনী। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭৫ নং*

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী মদীনা-বাসিনী পাপ-তাপ

নাশিনী নন। বরং তাঁর পিতা বিশ্বনবীও পাপ-তাপনাশী নন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ} (١٣٥) سورة آل عمران

যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? *(সূরা আলে ইমরান ১৩৫ আয়াত)*

আর খোদ মহানবী ﷺ পাপমোচনের জন্য যে দুআ শিখিয়েছেন, তার অর্থ হল নিম্নরূপঃ-

“হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।” *(বুখারী)*

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আবেগের অতিরঞ্জনে উক্ত ধারণা নিছক ভুল ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্য তার থেকে আরো মারাত্মক ভুল ধারণা হল, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে উম্মত-তারিণী বা উম্মতের ত্রাণকারিণী মনে করা। দুনিয়াতে তো নয়ই; আখেরাতেও তিনি কারো পরিত্রাণ লাভে সহযোগিতা করতে পারবেন না। আর এ কথা তাঁর পিতার মুখেই জেনেছেন। ‘বেটী ফাতেমা! তুমি আমার নিকট যে সম্পদ চাইবার চেয়ে নাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমার কোন উপকার করতে পারব না।’

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। *(সূরা ইনফিত্বার ১৯ আয়াত)*

বাকী থাকল সুপারিশ করে ত্রাণ করার কথা, তাও আল্লাহর হাতে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো জন্য সুপারিশ করবেন না।

*****

<u>হাসান</u> হোসেনে তব উম্মত তরে মাগো
কারবালা প্রান্তরে দিলে বলিদান,
বদলাতে তার রোজ হাশরের দিনে

চাহিবে মা মোর মত পাপীদের ত্রাণ।
এলে পাষাণের বুক চিরে নির্ঝর সম
করুণার ক্ষীর-ধারা আবে-জমজম,
<u>ফেরদৌস হতে রহমত-বারি ঢালো</u>
সাধ্বী মুসলিম গরবিনী।।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭৫নং

ঐতিহাসিকভাবে এ কথা বিদিত যে, কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন হোসেন ؓ; হাসান ؓ নন। সুতরাং হোসেনের সাথে হাসানের নাম জুড়া হয়েছে, হয় ভুলে, নচেৎ কবিতার ছন্দের ধন্দে পড়ে।

তাঁর খুনের বদলাতে তাঁর মাতা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রোজ হাশরের দিনে পাপীদের ত্রাণ চাইবেন, এ ধারণাও নিছক ভুল। বিনা দলীলে অনুমানপ্রসূত কথা এটি।

পরিশেষে ‘সাধ্বী মুসলিম গরবিনী’ মা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকটে ফরিয়াদ করা হয়েছে, তিনি যেন জান্নাতুল ফিরদাউস থেকে রহমত-বারি ঢালেন। কিন্তু এ এখতিয়ার ও সামর্থ্য কি তাঁর আছে? এ এখতিয়ার ও ক্ষমতা কি একমাত্র রহমান ও রহীম মহান আল্লাহর নয়? আর তাহলে এমন প্রার্থনা তাঁর কাছে করা কি শির্ক নয়?

*****

সেই মদিনা দেখবি রে চল্ মিটবে রে তোর প্রাণের হুশরত;
<u>সেথা নবীজির ঐ রওজাতে তোর আরজি করবি পেশ</u>।
চলরে কাবার জেয়ারতে, চল নবীজির দেশ।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৮৩ নং

মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে কা’বাগৃহের হজ্জ-উমরাহ করতে হয়। সে কাজে পাপক্ষয় হয়। অতঃপর মদীনার মসজিদ মসজিদে-নববীর যিয়ারত করা যায় এবং সেখানে ১ রাকআত নামায পড়লে ১০০০ রাকআত অপেক্ষা বেশী রাকআত নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।

কেবল মহানবী ﷺ-এর রওযা বা মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা বৈধ নয়। বৈধ নয় তাঁর রওযাতে উপস্থিত হয়ে কোন প্রকার আরজি পেশ করা। কারণ সুখ-দুঃখের যাবতীয় আরজি শুনেন চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ। তিনিই তা মঞ্জুর করে থাকেন। তাঁর নবী ﷺ না আরজি শুনেন, আর না-ই তা মঞ্জুর বা কবুল করে থাকেন। এ জগৎ থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি এ জগতের কোন কিছু জানতে-শুনতে পারেন না। তিনি মধ্য জগতে বিশেষ জীবনে জীবিত আছেন এবং সেখানে মহান আল্লাহর নিকটে রুযীপ্রাপ্ত হচ্ছেন। সেই জীবন আমাদের নিকট অনুভূত নয়।

*****

ত্রাণ কর মওলা মদিনার
উম্মত তোমার গুনাহগার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গুনাহের ফাঁদে। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১০৫ নং*

এখানে মদীনার মওলা মহানবী ﷺ-কে আহবান করে ত্রাণ করতে বলা হয়েছে। যা শির্ক এবং গায়রুল্লাহকে আহবান করার শামিল।

*****

নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল।
পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোশ নসীব উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল।
আনিলেন যিনি খোদার কালাম,
তাঁর কদমে হাজার সালাম,
ফকীর দরবেশ জপি' সেই নাম
ঘর ছেড়ে হ'ল বাউল।
জানি, উম্মত আমি গুনাহগার
হ'ব তবু পুলসেরাত-পার!
আমার নবী হযরত আমার
কর মোনাজাত কবুল। *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১২০ নং*

এই সঙ্গীতে অতিরঞ্জনের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। পাক আরশে আল্লাহর পাশে নবী ﷺ-কে গৌরবময় আসন দিয়ে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাতে আল্লাহর সম্মান ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে কিয়ামতে মাক্বামে মাহমূদ দান করবেন এবং বেহেশ্তে 'অসীলা' নামক সর্বোচ্চ স্থান দান করবেন। আর সর্বোচ্চ বেহেশ্ত 'জান্নাতুল ফিরদাউস'-এর উপরে আছে আল্লাহর মহা আরশ। আরশের পাশে তিনি কাউকে স্থান দেবেন না। প্রতিপালকের শান অতি মহান। নবীর শান সেখানে পৌঁছতে পারে না। তাঁর সমকক্ষ,

সমতুল, শরীক ও সাথী কেউ নেই।

এই শ্রেণীরই এক গপে বক্তা বাগদাদের পরিবেশ ঘোলাটে করে রেখেছিলেন। মানুষ বক্তাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকেই সমাজের আমীর ও মুফতী মানে। বক্তা তাঁর ওয়াযে বলেছিলেন,

{عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} (٧٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ৭৯ আয়াত)*

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে তাঁর আরশে বসাবেন!

সমসাময়িক কালের ইমাম মুফাসসিরে কুরআন ত্বাবারী বাগদাদে আগমন করলে হকপন্থীরা তাঁকে সে কথার সত্যতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি শুনে অবাক হলেন এবং কঠোর ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি তাঁর বাসার দরজায় লিখে দিলেন,

سُبحَانَ مَنْ لَيسَ لَهُ أَنِيس ... وَلاَ لَهُ فِي عَرشِهِ جَلِيس

অর্থাৎ, পবিত্র আল্লাহ, যাঁর কোন সঙ্গী নেই এবং তাঁর আরশে তাঁর কোন বসার সাথী নেই।

এ কথা শুনে ও লিখা দেখে উক্ত বক্তার অন্ধ ভক্তরা উত্যক্ত হয়ে ইমামের বাসার উপর পাথর মারতে শুরু করে। এমনকি তাঁর দরজায় পাথরের ছোট পাহাড় জমে যায়। পরবর্তীতে পুলিশের সাহায্যে তাঁকে ও তাঁর বাসাকে বিপদমুক্ত করা হয়। *(তাহযীরুল খুওয়াস মিন আহাদীসিল কুসস্বাস, সুয়ূতী, ঈযাহুদ দালীল ১/৩২, আল-ওয়াফী ফিল অফিয়াত ১/২৬৭)*

জানি না, কবি এ ধারণা কোত্থেকে পেয়েছেন? শুধু তাই নয়। কবি তো আহমদের মীমের পর্দা তুলে আহাদ দেখতে পেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

'আহমদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুনীজন।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৫ নং

সুতরাং আসলে 'দীনের নকীব খোদার হবিব' আল্লাহর পাশে জায়গা পাবেন, নাকি স্বয়ং তিনিই আল্লাহ তা কবি নিজেই জানতেন না।

অতঃপর তিনি তাঁর কদমে সালাম দিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কদমে কেউ সালাম দেননি। বলা বাহুল্য সালামের এ (প্রণাম) প্রথা মুসলিমদের নয়। তাছাড়া কারো পরকালগত হওয়ার পর তাঁর পায়ে কিভাবে সালাম দেওয়া যায়, তা কবির জগাখিচুড়ি

আকীদা ও মনই জানে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নবীর নাম জপ করা যায় না। যারা করে তারা শির্ক করে।

পরিশেষে তিনি বলেছেন, 'আমার নবী হযরত আমার কর মোনাজাত কবূল।'

মুসলিমদের অনেকেই হয়তো জানে না যে, 'মোনাজাত' কেবল আল্লাহর কাছেই করা হয় এবং একমাত্র তিনিই 'মোনাজাত' কবূল করে থাকেন। কিন্তু ভক্ত কবি রসূল ﷺ-এর কাছে মুনাজাত করেছেন এবং তা কবূল করতেও আবেদন জানিয়েছেন। তওহীদবাদী প্রত্যেক মুসলিম জানেন যে, এমন মুনাজাত শির্ক। এমনকি যে সকল জিনিস দিয়ে তাঁকে পরকালে সম্মানিত করা হবে, তাও সরাসরি তাঁর কাছে চাওয়া যাবে না। তাও চাইতে হবে মহান আল্লাহর কাছে। যেমন তিনি হওযে কওসারের পানি পান করাবেন। কিন্তু মুনাজাতে বলা যাবে না যে, 'হে আল্লাহর রসূল! কাল কিয়ামতে আমাকে হওযে কওসারের পানি পান করাবেন।' তিনি কিয়ামতে সুপারিশ করবেন। কিন্তু মুনাজাত করে বলা যাবে না যে, 'হে আল্লাহর রসূল! কাল কিয়ামতে আমার জন্য সুপারিশ করবেন।' ইত্যাদি।

আর যা তাঁর এখতিয়ারে নেই, তার ব্যাপারে মুনাজাত করা আরো ভুল। পাপখন্ডন তাঁর হাতে নেই। সুতরাং তাঁর কাছে পাপখন্ডন করার প্রার্থনা করাও শির্ক। তাঁর কবরের নিকট গিয়েও কোন মুনাজাত তাঁর কাছে করা অথবা পাপখন্ডনের দুআ করা শির্ক।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} (٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে (পাপ করে)ছিল, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেতো। *(সূরা নিসা ৬৪ আয়াত)*

ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য কারো রসূল ﷺ-এর নিকট আসা এবং তার জন্য তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা করার কথা তাঁর পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর তিরোধানের পর এই শ্রেণীর ক্ষমাপ্রার্থনা বা তাঁর অসীলায় দুআ করা আর সম্ভব নয়। এ মর্মে ইবনে কাষীরে বর্ণিত উতবীর গল্পটি ভিত্তিহীন আজগুবি গল্পমাত্র। *(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাষীর দ্রষ্টব্য)*

নামাজ পড় রোজা রাখ কলমা পড় ভাই
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই।......
পরাণে রাখ কোরান বেঁধে
নবীরে ডাক কেঁদে' কেঁদে'

রাতদিন তুই কর মোনাজাত 'আল্লা তোমায় চাই।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১২৩ নং

এ ছত্রেও কবি নবীকে কেঁদে কেঁদে ডাকতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} (٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। *(সূরা আহক্বাফ ৫ আয়াত)*

{وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করে, (অথচ) ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে না। *(সূরা মু'মিনূন ১১৭ আয়াত)*

বিজ্ঞ পাঠক! আপনি কি বলেন?

*****

তাপীর বন্ধু, পাপীর ত্রাতা
ভয়-ভীত পীড়িতের শরণ-দাতা,
মূকের ভাষা নিরাশের আশা
ব্যথায় শান্তি, সান্ত্বনা শোকে ---
এ এল কে ভোরের আলোকে।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১২৫ নং

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাপীর ত্রাতা, শরণদাতা, নিরাশের আশা এ সকল একমাত্র মহান আল্লাহর গুণ। আল্লাহর যিক্‌রই ব্যথায় শান্তি দেয়, শোকে সান্ত্বনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (٢٨) سورة الرعد

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

তদনুরূপ নবীর উপর দরূদও রহমত আনয়ন করে, শোকে-দুঃখে শান্তি ও সান্ত্বনা দেয়।

দীনের বাদশা চাও ফিরে চাও
শোন দুর্দ্দিনে বেদনা ভোলাও।
গুনাহগার এই উম্মতে তব

হানিও না অবহেলা।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৭২ নং

এখানেও আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর নবী ﷺ-এর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। যা স্পষ্ট শির্ক।

*****

(লেটো দলের গান)

সর্ব্ব প্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো 'বারিতালা'।
তারপরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লেআলা।।
<u>সকল পীর আর দেবতা-কূলে</u>
<u>সকল গুরুর চরণ-মূলে</u>
<u>জানাই সালাম হস্ত তুলে,</u>
দোওয়া কর তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজালা।।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৮২ নং

জগাখিচুড়ি ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকী গান এটি। কিছু মানুষ আছে যারা উদারধর্মী মুশরিক। অর্থাৎ, তারা যেমন মসজিদে যায়, পীরের দরবার ও মাযারে যায়, তেমনি দেবতার থানেও যায়। যারা বিশ্বাস রাখে 'সব ধর্ম সমান।' যারা সকল ধর্মের মানুষকে খোশ করার জন্য এমন 'বুলি' আওড়ে থাকে, এমন গান গেয়ে থাকে। এক শ্রেণীর সাধুকে পীরের মাযারে এসে গাঁজা টানতে দেখা যায়। অনুরূপ এক শ্রেণীর অমুসলিমকে সেই মাযারে এসে মানসিক মানতে এবং প্রণাম ও প্রণিপাত করতে দেখা যায়। কি জানি, এটা কি তাদের ধর্ম, নাকি স্বার্থের তরে পালা বদল? আল্লাহই ভালো জানেন। অবশ্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ভোট নেওয়ার জন্য সকল ধর্মী মানুষের মন লুটার উদ্দেশ্যে মন্দিরে, মসজিদে, মাযারে সেলামি দিয়ে বেড়ায়। কিছু ভিক্ষুক আছে, যারা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে ভিক্ষা পাওয়ার আশায় কবীর ও লালন ফকীরের প্রবর্তিত মনগড়া 'হিনমুস' পথ অবলম্বন করে থাকে। এরা বহুরূপী। এরা উটপাখী। পাখীর মত উড়েও না। আর উটের মত বোঝাও বোহায় না। এরা সুবিধাবাদী। যেদিকে পানির ছাঁট আসে, সেদিকেই ঘুরিয়ে ছাতা ধরে। এরা নাকি ধর্মনিরপেক্ষ! এরা কোন ধর্মের পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। এরা হল তাদের মত, যারা আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে প্রস্তাব রেখেছিল, এক বছর তিনি মূর্তিপূজা করবেন এবং এক বছর পৌত্তলিকরা আল্লাহর ইবাদত করবে। উত্তরে সূরা 'কাফেরূন' অবতীর্ণ হয়েছিল; যাতে বলা হয়েছে, "বল, হে অবিশ্বাসী দল! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে থাক। এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন (শির্ক) তোমাদের জন্য এবং

আমার দ্বীন (ইসলাম) আমার জন্য।"

আসলে যারা আল্লাহকে ছেড়ে মানুষের মন যোগাতে চায়, তারা এই শ্রেণীর খিচুড়ি পাকাতে বাধ্য। যারা সত্য ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারা এই ধরনের 'মানুষ' ধর্ম (অর্থাৎ, মানুষের মনোমতো মানুষের মনগড়া ধর্ম) বাদশা আকবরের মত প্রবর্তন করতে বাধ্য। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} (١١٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, (হে নবী) যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে। *(সূরা আনআম ১১৬ আয়াত)*

*****

'শুনলে নবীর শিরীন জবান, দাউদ মাগিত মদদ।
<u>ছিল নবীর নূর পেশানীতে,</u> তাই ডুবল না কিশ্‌তী নূহের
পুড়ল না আগুনে হজরত ইবরাহিম সে নমরূদের,
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ করে নবীর পদ,
দোজখ আমার হারাম হল
পিয়ে কোরানের শিরীন শহদ।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৮৮ নং

এই গানটিতে আবোল-তাবোল কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ভক্তির আতিশয্যে মহানবী ﷺ-এর অতি প্রশংসা করতে গিয়ে মিথ্যা প্রশংসা করা হয়েছে।

নূহের কিশ্‌তী ডুবেনি, কারণ তিনি শুরুতে পড়েছিলেন,

{بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٤١) سورة هود

অর্থাৎ, এর গতি ও স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। *(সূরা হূদ ৪১ আয়াত)*

ইব্রাহীম ﷷ নমরূদের আগুনে পুড়েননি, কারণ তিনি বলেছিলেন,

{حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}

'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।' অর্থাৎ, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মবিধায়ক। *(বুখারী)*

আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় জিবরীল ﷷ এসে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়ে

বলেছিলেন, 'আপনার কি কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে?' জবাবে তওহীদের ইমাম বলেছিলেন, 'যদি বলেন আপনার সাহায্য, তাহলে না।' অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই আমার একমাত্র সম্বল। তাই মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

{يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} (٦٩) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। *(সূরা আম্বিয়া ৬৯ আয়াত)*

ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন,

{لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (٨٧) سورة الأنبياء

'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যালেমীন।' (অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।) *(ঐ ৮৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٤٤)

অর্থাৎ, সে যদি আল্লাহর পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে যেত। *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ১৪৩-১৪৪ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, ইউনুস ﷺ 'নবীর পদ' স্মরণ করে উদ্ধার পাননি। বরং একমাত্র আল্লাহর নাম স্মরণ করে উদ্ধার পেয়েছিলেন। কারণ নবীগণ তওহীদের বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা বিপদে আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে আহবান করবেন -এটা অসম্ভব।

*****

দুখের দোসর কেউ নাহি মোর--- ব্যথিত ব্যথার,
তোমায় ভুলে ভাসি অকূলে, পার কর সরকার।
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধর হাত মম।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৯৪ নং

*****

হে মদিনার নাইয়া! ভব-নদীর তুফান ভারী
কর মোরে পার।
তোমার দয়ায় তরে গেল লাখো গোণাহ্‌গার
পারের কড়ি নাই যে আমার হয় নি নামাজ রোজা,
আমি কূলে এসে বসে আছি নিয়ে পাপের বোঝা,

'পার কর য়্যা রাসূল!' বলে কাঁদি জারে জার।।[২]
আমি তোমার নাম গেয়েছি শুধু কেঁদে সুব্‌হ, শাম
তরিবার মোর নাই ত' পুঁজি বিনা তোমার নাম।
আমি হাজারো বার দরিয়াতে ডুবে যদি মরি
ছাড়্‌ব না মোর পারের আশা তোমার চরণ-তরী,
দেখো সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদমতগার।।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৯৫ নং

কবির এই আহবানে মহানবী ﷺ-এর তাঁর সাড়ায় পুনরায় তাঁর অমিয় বাণী শুনিয়ে দিই, বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, কবি নিঃসন্দেহে চাওয়ার দরজা চিনতে ভুল করেছেন।

মহানবী ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশকে সম্বোধন করে বলে গেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

স্রষ্টা ও সৃষ্টি কি এক?

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তাঁরে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো--- আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
ইচ্ছা অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠোনা, শাস্ত্রবিদেরে করোনা ক বীর ,ভয়,---

[2] অন্য স্থানে 'য়্যা রসূল মোহাম্মদ! বলে কাঁদি বারে বার।'

তাহারা খোদার খোদ্ 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারী' ত নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অ-দেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে---
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছোনা ওদের ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য-সিন্ধু জলে।

- সঞ্চিতা ৭০পৃঃ

শাস্ত্র না ঘেঁটে তুমি কিভাবে খোদাকে চিনলে কবি? তুমি কি খোদার খাস এজেন্ট? কোন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে বীর তুমি একজন সার্জেনের কথা মানবে, নাকি বংশীবাদক রাখালের কথা? তুমি কি অতল গভীর রত্ন-সিন্ধু জলে ডুব দিয়েছ? কোথায় সে সিন্ধু? যে সিন্ধুর কথা শাস্ত্রে নেই। আলেম-উলামাগণ তা জানেন না, আর তুমি কবি কথার ছন্দ মিলাতে শিখে সেই সিন্ধুর সন্ধান পেয়ে গেলে? কোন শাস্ত্র না ঘেঁটে কে দিল তোমাকে সেই সন্ধান? সরাসরি জিবরীল ফিরিশ্তা, নাকি অপর কোন দেবদূত? মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ {٢٢١} تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ {٢٢٢} يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ {٢٢٣} وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ {٢٢٤} أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ {٢٢٥} سورة الشعراء

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে জানাব কি, কার নিকট শয়তানদল অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের নিকট। ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? *(সূরা শুআরা ২২১-২২৫ আয়াত)*

শিক্ষিত পাঠক! আপনি যদি 'হাদ্দাষানী রাসূলুল্লাহ' দলের লোককে না মানতে চান, আপনার ধর্ম ও পরকাল বিষয়ে যদি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা না করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি তাদের দলভুক্ত, যারা এমন লোকের কাছে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ও পরকালের পাথেয় নেয়, যারা বলে 'হাদ্দাষানী ক্বালবী'। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫০ আয়াত)*

আপনি কি সেই সর্বেশ্বরবাদী সূফীদের কথা মানবেন, যারা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানীদেরকে পানারী পাতার মত পানিতে ভাসমান বলে এবং নিজেদেরকে নিজেদের খেয়ালী গভীর পানিতে ডুবে রত্ন লাভকারী মনে করে? আপনি কি সেই সূফীদের কথা মানবেন, যারা নিজেদেরকে স্রষ্টা মনে করে? ফেরাউনের মত নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করে! যারা সত্যসিন্ধু জলে ডুব দিয়ে নিকৃষ্ট পানির সৃষ্টি হয়ে আপন স্রষ্টাকে ভুলে যায়!

যারা বলে 'আনাল হাক্ব', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অথবা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। কেউ বলে, সুবহানী মা আ'যামা শা'নী!

যারা সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ ও অবতারবাদে বিশ্বাসী। যারা মনে করে, সৃষ্টি আসলে স্রষ্টারই এক এক রূপ!

'ঐ রূপ দেখে রে পাগল হল
মনসুর হল্লাজ,
সে 'আনল্ হক' 'আনল্ হক' বলে
ত্যজিল জীবন।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৫ নং

*****

আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৫ নং

*****

আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৯ নং

*****

মর্হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী।

বাদশারও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী।
<u>ছিলে মিশে আহাদে ,আসিলে আহমদ হ'য়ে,</u>
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ্ লয়ে।

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৫১ নং

এ সব হল উর্দু সেই মীলাদী গজলের মত,

'ওহ জো মুস্তাবীয়ে আর্শ্ থা খোদা হো কর,
উতর পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুস্তাফা হো কর।' - *অজ্ঞাত*

এই শ্রেণীর গুরুবাদী অন্য কবির গান,

'ও মন পাগল রে গুরু ভজ না
গুরু বিনে মুক্তি পাবি না।
গুরু নামে আছে সুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা!' - *অজ্ঞাত*

জ্ঞানী পাঠক! অবশ্যই বুঝতে পারছেন, এটা অবশ্যই শির্কের শেষ পর্যায়। তবে কবির আকীদা যে আসলে কি? তা আমার কাছে বড় গোলমেলে। তখন বললেন, আহমাদ খোদার হাবিব। এখন বলেন, তিনি বিনা 'ম'-এর আহমাদ = আহাদ! তিনি আরশ হতে পথ ভুলে মদীনা শহরে এসেছেন! তার মানে অবতার আর কি?

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে খ্রিষ্টানদের আর দোষ কোথায়? কবি বলবেন, তাদের ধর্মও ঠিক আছে। আরে রামও ঠিক, রহিমও ঠিক। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা কাফের যারা বলে, 'মারয়্যাম-তনয় মসীহই আল্লাহ।' বল, আল্লাহ মারয়্যাম-তনয় মসীহ, তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে? আকাশ ও ভূ-মন্ডলে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা মাইদাহ ১৭ আয়াত)*

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}

অর্থাৎ, যারা বলে আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ তারা নিঃসন্দেহে কাফের। অথচ

মসীহ বলেছিল, হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা মাইদাহ ৭২ আয়াত)*

শিক্ষিত মুসলিম সমাজ! কবির এই মতের সাথে যদি একমত হন, কবির এই মিথ্যাসিন্ধুতে যদি ডুব দেন, তাহলে ভ্রষ্টতার মাণিক ছাড়া আর কি পেতে পারেন? সত্যই বলেছেন মহান আল্লাহ,

{وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} (٢٢٤) سورة الشعراء

অর্থাৎ, কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। *(সূরা শুআরা ২২৪ আয়াত)*

প্রকৃত মুসলিম যে, সে জানে যে, মহান আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ} (٢١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৩ আয়াত)*

কবি নিজেও বহু জায়গায় আল্লাহ ও আহমাদ বা মুহাম্মাদ যে এক নয়, সে কথা প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও কেন যে উক্ত সত্যসিন্ধুর সন্ধান দিয়েছেন, তা বুঝলাম না।

অবশ্য মানবতাবাদের ছায়া তাঁর মনে-প্রাণে যে গভীরভাবে পড়েছিল, তা স্পষ্ট। যেহেতু তিনি বিশ্বকবির বিশ্বাসেও প্রায় একাকার ছিলেন। আর কবিগুরুও অনেক জায়গায় মানুষকে দেবতা বানিয়েছেন।

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।----
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?' *-সঞ্চয়িতা ১৬৮পৃঃ*

*****

সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। *- ঐ ৩২৯পৃঃ*

ওমর খৈয়াম গীতিতে কবি নজরুল বলেন,

নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মসজিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয় ছায়ায়।।
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রওশন
যেথায় থাকুক সমান তাহার---
খোদার মসজিদ, মূরত্-মন্দির,
ঈশাই-দেউল, ইহুদ-খানায়।।
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায়।। - *সঞ্চিতা ২৪৬-২৪৭পৃঃ*

অনেকে যারা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, যারা সৃষ্টিকেই স্রষ্টা মনে করে, তারা রচনা করেছে,

'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়।' - *অজ্ঞাত*

কবির মতে পদ্মপাতা, ব্যাঙ, সাপ ও পানি সবাই হরি।

একই শ্রেণীর কবি গেয়েছে,

'সাপ হয়ে দংশন কর, ওঝা হয়ে ঝাড়ো,
চোর হয়ে চুরি কর, পুলিশ হয়ে ধরো!!!' - *অজ্ঞাত*

এই শ্রেণীর মুসলিমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অনুবাদ করে, 'আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।'

অনিসলামী আক্বীদা

কবির কবিতা ও গীতির মাঝে অনেক এমন বিশ্বাস প্রস্ফুটিত হয়েছে, যা বিকৃত ও ভ্রান্ত, সঠিক আক্বীদার পরিপন্থী। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

আল্লাহর আরশ

'আমার যখন পথ ফুরাবে, আসবে গহীন রাতি,
তখন তুমি হাত ধরো মোর, হয়ো পথের সাথী।......
আমার তিমির-অন্ধ চোখে দৃষ্টি দিও প্রিয় (খোদা),

বিরাজ করো বুকে আমার আরশ খানি পাতি'।'
- *নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৯ নং*

মহান আল্লাহ সর্বসৃষ্টির উর্ধ্বে আরশে থাকেন। তিনি সকল স্থানে অথবা মু'মিনের হৃদয়ে বিরাজমান নন। তিনি কারো বুকে আরশ পেতে বিরাজ করবেন - কবির এ কল্পনায় সীমাহীন অতিরঞ্জন রয়েছে।

মহান আল্লাহর সাত আসমানের নীচে যে কত সৃষ্টি রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ঐ সূর্য আমাদের পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় বলে অনুমান করা হয়। ঐ সূর্যের মত অথবা তার থেকেও বড় বড় কত দূরে দূরে কত কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র আছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই জানেন। এ সবের উপরে প্রথম আসমান। কারণ সকল গ্রহ-নক্ষত্র প্রথম আসমানের নীচে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} (٦) سورة الصافات

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। *(সূরা স্বাফ্ফাত ৬ আয়াত)*

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (١٢) سورة فصلت

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। *(সূরা ফুস্সিলাত ১২ আয়াত)*

{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ}

অর্থাৎ, আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। *(সূরা মুল্ক ৫ আয়াত)*

এই সুন্দর সুশোভিত মহাশূন্যের উপরে প্রথম আসমান এবং তার উর্ধ্বে পরপর আরো ছয় আসমান। তার উপরে আছে কুরসী। সেই কুরসী এত বিশাল যে, তা ঐ সাত আসমানকে ঘিরে আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

এই বিশাল কুরসী হল মহান আল্লাহর পা রাখার জায়গা। *(দালায়েলুত তাওহীদ ১/৫৭, আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়্যাহ ২/১৭৮)* এর উপরে আছে বিশাল আরশ। এই আরশ হল সৃষ্টিকুলের

মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। সেই আরশ কি মানুষের বুকে আসে? সুতরাং এ কল্পনা হল আকাশ-কুসুম কল্পনার মত।

পক্ষান্তরে মুমিনের হৃদয় আল্লাহর যিক্রে পরিপূর্ণ থাকে। আল্লাহর স্মরণ তার মনের ভিতর বিরাজ করে; কিন্তু তিনি থাকেন সাত আসমানের উপরে আরশে।

সবচেয়ে বড় পাপ

আমায় সকল ক্ষুদ্রতা হতে বাঁচাও প্রভু উদার,
হে প্রভু শেখাও --- নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর।
যদি শতেক জন্ম-পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা,---
ক্ষমা নাই নীচতার।

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১১ নং

এ কবিতায় 'নীচতা'কে সবচেয়ে বড় পাপ বলে বুঝানো হয়েছে। বুঝানো হয়েছে যে, নীচতার কোন ক্ষমা নেই। এটা কবিত্বের বিশ্বাস।

পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্তা পাপীর হিসাব গ্রহণকারী মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপ হল শির্ক। তওবা না করলে শির্ক পাপের কোন ক্ষমা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء
وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে, সে এক মহাপাপ করে। *(সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)*

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء
وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(সূরা নিসা ১১৬ আয়াত)*

লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣) سورة لقمان

অর্থাৎ, হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক বড় অন্যায়। *(সূরা লুকমান ১৩ আয়াত)*

আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরা) গোনাহর কথা বলে দেব না কি?" এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। শোনো! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলা।"

ইতিপূর্বে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত কথাটি বলার সময় হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন। অতঃপর এ কথা তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, শেষ অবধি আমরা বললাম, 'হায় যদি তিনি চুপ হতেন!' *(বুখারী ৫৯৭৬, মুসলিম ৮৭নং, তিরমিযী)*

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে, শির্ক অপেক্ষা নীচতা ও হীনতা অন্য কোন পাপে নেই। কবি বলেন,

'আল্লাহর কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে শির করিও না নিচু।' - *অজ্ঞাত*

কা'বা খোদার অফিস-ঘর?

'সেথা আজান দিয়ে কোরান প'ড়ে ফিরিওয়ালা হাঁকে,
বোঝাই করে দৌলত দেয়, যে সাড়া দেয় ডাকে।
ওগো জানেন তাহার পাকে কা'বা খোদার অফিস-ঘর।
আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৫ নং

বিশ্বের প্রথম ঘর কা'বা ঘর। তা আল্লাহর ঘর, মুসলিমদের ক্বিবলা। কিন্তু তাকে 'খোদার অফিস-ঘর' বলা হাস্যকর নয় কি?

লওহ ও কলম কার?

'আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালোবেসে---
আরশ-কুর্শী লওহ-কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ২৬ নং

মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

অর্থাৎ, বল তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

কিন্তু কবির কল্পনায় না চাইতেও আরশ-কুর্সী, লওহ ও কলম পাওয়ার কথা বুঝলাম না। এতো মহান আল্লাহর বিশিষ্ট জিনিস। তা প্রিয় বান্দার হওয়ার মানে কি হতে পারে? মানুষের প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে 'হারুন রশীদ আমার, তো বাগদাদও আমার'-এর নীতি চলে। কিন্তু মহান প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তার সাথে কি সে নীতি কল্পনাও করা যায়? আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়তম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনিও কি আরশ-কুর্সী, লওহ ও কলমের মালিক হবেন? কক্ষনোই না।

আল্লাহর বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ!

আমরা তোমার বান্দা খোদা তুমি জানো,
কেন হাসাও কেন কাঁদাও, আঘাত হানো।

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ২৮ নং

ক্ষমা সুন্দর আল্লা, মোদের ভয় দেখিও না আর
দোজখের ভয়ে হতে পারি না হে প্রিয়তম, বেড়া পার।
কেন দুনিয়ায় পাঠাইলে,
কেন গুনাহের বোঝা দিলে
তুমি ত জানিতে দুনিয়ায় পুড়ে মরিব যে তিলে তিলে।
হেথা পদে পদে করি অপরাধ,
তোমারে পাওয়ার তবু জাগে সাধ
অপরাধ শুধু দেখ কি গো তুমি, রোদন দেখ না তার।।

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৯৯ নং

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে,
(তুমি) জানতে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে!
তোমারি সে নির্দেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি সবে।।
করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে আদমেরে করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী!

ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে ত গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে।।

- সঞ্চিতা ২৪৬ পৃঃ

রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার।......
আশা নাই যে যাব ত'রে বিচারে তোমার
বিচার যদি করবে, কেন রহমান নাম নিলে?
ঐ নামের গুণেই ত'রে যাব, কেন এ জ্ঞান দিলে!

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৭৬ নং

মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি {فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} (١٦) سورة البروج

অর্থাৎ, তিনি স্বেচ্ছাময় কর্তা। *(সূরা বুরূজ ১৬ আয়াত)*

তিনি বান্দার জন্য তার উপযুক্ত শান্তি অথবা শাস্তি নির্বাচন করেন। তাতে কেউ তার প্রতি অভিযোগ করতে পারে না। কেউ তাঁর বিচারে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রতিবাদের মুখ খুলতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

অর্থাৎ, তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের দেশ) পৃথিবীকে চারদিক হতে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(সূরা রা'দ ৪১ আয়াত)*

তিনি বান্দাকে দয়া করে মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে নর্দমার কীট অথবা শুয়োর-কুকুর করে সৃষ্টি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না করে অনুগ্রহপূর্বক তাকে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে সৃজন করেছেন। সৃষ্টিকর্তার উপর তার তিলার্ধ পরিমাণ কোন অধিকার নেই। তাহলে তার কাছে 'কেন?' বলে কৈফিয়ত নেওয়ার দাপ কিসের? কোন্ অধিকারে তাকে প্রশ্ন করা হবে?

সওয়াব প্রমাণে দলীল জরুরী

'মিলনের আরফাত ময়দান
হোক আজি গ্রামে গ্রামে,
হজের অধিক পাবি সওয়াব
এক হ'লে সব মুসলিমে।' *- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৪৩ নং*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

আরাফাতের ময়দানে হজ্জ হয়, হজ্জের সওয়াব হল, জান্নাত। হাজী নিষ্পাপ সদ্যোজাত শিশুর মত বাড়ি ফিরে। কিন্তু একতার সওয়াব হজ্জের থেকে বেশি না কম, তা জানার উপায় আমাদের নেই। অনুমান করে মনগড়া সওয়াব ঘোষণা করলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলা হয়। সুতরাং বিনা দলীলে ঐ শ্রেণীর বিশ্বাস রাখা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

কিয়ামতে ফাতিমার কি কোন এখতিয়ার আছে?

'কাঁদিবে রোজ-হাশরে সবে
যবে "নফসি য়্যা নফসি" রবে,
"য়্যা উম্মতী" বলে একা
কাঁদিবেন আমার মোখ্‌তার।।
কাঁদিবেন সাথে মা ফতেমা ধরিয়া আরশ আল্লার।
হোসায়নের খুনের বদ্‌লায় মাফী চাই পাপী সবাকার।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৪৮ নং

মা ফাতিমা আল্লাহর আরশ ধরে কেঁদে উক্ত প্রস্তাব রাখার দলীল চাই। বিনা দলীলে এমন বিশ্বাস রাখা বৈধ নয়।

নবী কি এ জগতের কথা শুনতে-জানতে পারেন?

'কোথা আখেরী নবী, চুমা খেতে তুমি

যে গলে হোসেনের,
সহিছ কেমনে? সে গলে দুশমন
হানিছে শমসের;
রোজ হাশরে নাকি কওসরের পানি
পিয়াবে তোমরা গো গোনাহগারে আনি'
দেখ না কি চেয়ে, দুধের ছেলেমেয়ে
পানি বিহনে মরে পুড়ি'।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৬০ নং

আল্লাহর নবী ﷺ মধ্য জগতে আছেন এবং সে জগৎ হতে এ জগতের কোন খবর দেখতে-জানতে পারেন না। আমাদের চাইতে বেশি জানতেন সাহাবীগণ। কৈ তাঁরা তো কোন বিষয় নবী ﷺ-কে জানাননি। কোন আবেদন তাঁর কাছে রাখেননি। কোন চাওয়া তাঁর কাছে চাননি। অথচ তাঁরা জানতেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ} (١٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বল না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৪ আয়াত)*

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (١٦٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৯ আয়াত)*

'তাঁরা জীবিত' মানে এই নয় যে, তাঁরা এ জগতে আমাদের মত অথবা অদৃশ্য জ্বিনের মত জীবিত। তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, আর সে জীবনের ধারণা আমাদের নিকট নেই, আমরা সে জীবনকে উপলব্ধি করতে পারি না। সুতরাং তাঁদেরকে কিছু জানানো অথবা তাঁদের কাছে কিছু চাওয়া বৃথা। পরন্তু সে চাওয়া শির্ক।

'রোজ হাশরে নাকি কওসরের পানি
পিয়াবে তোমরা গো গোনাহগারে আনি।'

নবী ﷺ-কে রোজ হাশরে হওযে কওসর দেওয়া হবে এবং তিনি নিজের উম্মতকে সেখান হতে পানি পান করাবেন। কোন বিদআতীকে সেই পানি পান করতে দেওয়া হবে না। এতে 'নাকি' বলে সন্দেহের কি আছে? সন্দেহ থাকলে কি কোন মানুষ মু'মিন হতে পারে?

নবী ﷺ-কে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি

"কা'বার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়?
আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজির রওজায়।
হাজীদের ঐ যাত্রা-পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হ'তে
কেঁদে বলি, কেউ যদি মোর
সালাম নিয়ে যায়।"

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৬৯ নং

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

অর্থাৎ, আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। (দরূদ ও সালাম পেশ কর।) *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, জুমআর দিন। এই দিনে তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। যেহেতু তোমাদের দরূদ আমার উপর পেশ করা হয়ে থাকে।" *(আবূ দাঊদ ১৫৩১নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিও না। তোমরা যেখানে থাক, সেখান হতেই আমার উপর দরূদ পড় ও সালাম পাঠাও। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তা আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" *(সহীহুল জামে' ٣٧٨٠নং)*

বলাই বাহুল্য যে, কারো মাধ্যমে মদীনায় নবী ﷺ-কে সালাম পাঠানো ভুল। যেহেতু সালাম পাঠানোর পদ্ধতি পার্থিব জগতের জীবিত মানুষদের জন্য। তাছাড়া সালামের দূত ফিরিশ্তার সালামই নিশ্চয়তার সাথে তাঁর নিকট পৌঁছবে। পক্ষান্তরে মানুষ পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতে পারে, মারা যেতে পারে, ভুলে যেতে পারে। তার পৌঁছতে দেরী হবে; কিন্তু ফিরিশ্তা বিদ্যুৎবেগের চাইতে আরো বেশী বেগে সেই সালাম মহানবী ﷺ-এর খিদমতে পেশ করবেন।

অনুরূপ ভুল তাঁর সমাধির পাশে গিয়ে সালাম করার আশা পোষণ করা। আপনার সালাম আপনার অবস্থান ক্ষেত্র থেকেই পেশ করুন। বিদ্যুৎ-গতির চাইতে আরো বেশী দ্রুত-গতিতে সেই সালাম পৌঁছে যাবে। তাছাড়া তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা যাওয়ার আশা পোষণ করা ও দূর থেকে সফর করা বৈধ নয়। সুতরাং এ আশা ভুল---

'মদিনার সোনার মাটিতে নবী আছেন শুয়ে,
মনে আমার বড় আশা ছিল, সালাম করি গিয়ে।
সব আশা মোর ব্যর্থ হল, পূর্ণ কিছুই হলো না।

বারে বারে যায় চলে মন সোনার মদিনা।'

- গজলে দিল মাতোয়ারা ১৯পৃঃ

আল্লাহর কাছে চাইতে হবে

'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে!
ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এল যে এই পথ ধরে।।
দুনিয়াদারীর শেষে আমার নামাজ রোজার বদলাতে
চাই না বেহেশ্ত খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত ক'রে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭৮ নং

মিসকীন বান্দার এমন অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করার কোন অধিকার নেই। যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রধান কাম্য হলেও তার একমাত্র পুরস্কার জান্নাতই। আর জান্নাত চাওয়া নিয়তের শির্ক নয়। বরং চাওয়াতে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা আছে। পরন্তু কেউ নিজের আমলের জোরে বেহেশ্ত যেতে পারবে না। বেহেশ্ত আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই বেহেশ্ত চেয়ে নিতে হবে। দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। বেহেশ্তের লোভ ও দোযখের ভয় রাখা শরীয়ত-বিরোধী নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}

(٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটায়ো না এবং তাঁকে ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আহবান কর। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। *(সূরা আ'রাফ ৫৬ আয়াত)*

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}

অর্থাৎ, তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। *(সূরা সাজদাহ ১৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, যখন তোমরা বেহেশ্ত চাইবে, তখন ফিরদাউস বেহেশ্ত চেয়ো। *(বুখারী)*

মুআয ﷺ এর ব্যাপারে অভিযোগকারী যুবককে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যখন নামায পড় তখন কিরূপ কর, হে ভাইপো?" বলল, 'আমি সূরা ফাতিহা পড়ি এবং (তাশাহহুদের পর) আল্লাহর নিকট বেহেশ্ত চাই ও দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

করি। আর আমি আপনার ও মুআযের গুঞ্জন বুঝি না। নবী ﷺ বললেন, "আমি ও মুআয এরই ধারে-পাশে গুন্‌গুন্ করি।" *(আবূ দাঊদ ৭৯৩ নং)*

তিনি মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এই দুআ শিখিয়েছিলেন, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয় তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি।" *(মুঃ আহমাদ ৬/ ১৩৪, ত্বায়ালিসী)*

আল্লাহ সাকার, না নিরাকার?

'নিরাকার তুমি নিরঞ্জন --- ব্যাপিয়া আজ ত্রিভুবন
পাতিয়া মনের সিংহাসন ধরিতে চাহে তবু প্রাণ।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৯৭ নং

মহান আল্লাহ নিরাকার -এ কথা ঠিক নয়। কারণ তাঁর আকার আছে। তাঁর হাত আছে; তিনি নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা স্বাদ ৭৫ আয়াত)* তাঁর পা আছে; জাহান্নামের পেট পরিপূর্ণ করতে তিনি নিজ পা ভরে দেবেন। *(সূরা ক্বাফ, ৩০নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)* তাঁর চেহারা আছে। সেই চেহারা বেহেশ্‌তীগণ বেহেশ্‌তে দর্শন করবে। আর সেই দর্শন ও দীদার হবে জান্নাতের সব চাইতে বড় সুখ।

জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক জান্নাতীদের উদ্দেশে বলবেন, "আরো অধিক (উত্তম সম্পদ) এমন কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করব।" তারা বলবে, 'আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন। (এর চেয়ে আবার উত্তম কি চাই প্রভু?)' ইত্যবসরে (উর্ধ্বদিকে) জ্যোতির যবনিকা উন্মোচিত হবে। তখন জান্নাতীরা সকলে আল্লাহর চেহারার প্রতি (নির্নিমেষ) দৃষ্টিপাত করবে। (তাতে তাদের নিকট অন্যান্য সব কিছু অবহেলিত হবে) এবং সেই দর্শন সুখই হবে জান্নাতীদের সর্বোৎকৃষ্ট মনোনীত সম্পদ। *(মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৩২)*

একদিন পূর্ণিমার রাতে মহানবী ﷺ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা

(পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দর্শন করবে, যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। এটি দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আর যে জিনিসকে দেখা যাবে, তাকে কি নিরাকার বলা যাবে?

অনেক মানুষের ধারণাই, আল্লাহ নিরাকার। জানি না বিদ্রোহী কবি কেন এ কথা বলেছেন? অথচ তিনিই বলেছেন,

'যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হ'বে কাজী,
সেদিন তোমার দীদার আমি পাব কি আল্লাজী।।
সেদিন না-কি তোমার ভীষণ কাহ্‌হার-রূপ দেখে,
পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নফ্‌সি' ডেকে
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।
আমি তোমায় দেখে হাজার বার দোজখ' যেতে রাজি।।
যেরূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ,
দোজখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তার দেহ।
সে হোক্ না কেন হাজার পাপী, হোক্ না বে-নামাজী।।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৭১নং

প্রকাশ থাকে যে, তাঁর সেই আকার, চেহারা, হাত ও পা কেমন তা জানার কিন্তু কোন উপায় নেই। কোন কিছু উদাহরণ দিয়ে তা বুঝানো যাবে না। তাঁর কোন ছবিও ধ্যানে-মনে কল্পনা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, তাঁর মত কোন কিছুই নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

নবীর মাযার যিয়ারত

'দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলাদেশের কুটীর হ'তে
বেহুঁশ হ'য়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।।
হায় গো খোদা কেন মোরে
পাঠাইলে কাঙাল ক'রে,
যেতে নারি প্রিয় নবীর মাজার শরীফ জিয়ারতে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১১৪ নং

পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহর তকদীর ও বিচারে সবকিছুই ইনসাফ। তাঁর সকল ভাগ-বন্টন ন্যায়পরায়ণ। তিনি আপনাকে ধনী করেছেন, আমাকে গরীব করেছেন এটা তাঁর

ইনসাফ। আমাকে চার বেটা আর আপনাকে চার বেটি দিয়েছেন, তাও তাঁর বিচারে ইনসাফ। আমাকে অসুন্দর আর আপনাকে সুন্দর করেছেন, তা তাঁর বিচারে ন্যায়পরায়ণতা। আসলে তাঁর উপরে আমার-আপনার কোন অধিকার নেই। তিনি যা দেন, তাই অনুগ্রহ। আর অনুগ্রহদানে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য অধিকার থাকলে তার দরকার ছিল।

যেমন আপনার প্রত্যেক ছেলের আপনার উপর অধিকার আছে, সুতরাং আপনার জন্য ওয়াজেব, সকল ছেলের সাথে সমান ব্যবহার করা এবং সকলকে সমান দান দেওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।" *(বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩নং)*

কিন্তু আপনি যখন আমাকে কিছু দান দেবেন এবং আমি ছাড়া অন্যকেও কিছু দান দেবেন, তখন আমাদের মাঝে আপনার ইনসাফ করা ওয়াজেব নয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পাঁচ শত, তাকে পাঁচ হাজার এবং আর কাউকে পাঁচ লাখ দিতে পারেন। আপনাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না, বলার অধিকার নেই কারো। কারণ তা আপনার মাল, আপনি যাকে যত ইচ্ছা দিতে পারেন। তাহলে আল্লাহর ব্যাপারে এ অভিযোগ কেন? এটা কি অন্যায় নয়? ছোট মুখে বড় কথা নয়?

দ্বিতীয়তঃ মাজার শরীফ যিয়ারতের কথা। মাজার শরীফ যিয়ারতে গিয়ে আপনি কি করবেন? দরূদ ও সালাম পড়বেন? দরূদ ও সালামের জন্য সকল জায়গা সমান। আপনার দরূদ ও সালাম মহানবী ﷺ খোদ কানে শুনবেন না। তিনি ফিরিশ্তার মাধ্যমে তা শুনবেন এবং জবাবও দেবেন। তাহলে কষ্ট করে মদীনা যাবেন কেন? তাছাড়া তিনি বলেছেন, "তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বর্কতলাভ বা যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।" *(বুখারী ১৯৯৫, মুসলিম ১৩৯৭ নং)*

হ্যাঁ, তাঁর মসজিদ যিয়ারতে যান। সেখানে এক রাকআত নামায হাজার রাকআত অপেক্ষা উত্তম। তারপর সেখান থেকে আপনি তাঁর কবর যিয়ারত করুন। আপনি দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কবর যিয়ারতের নিয়তে মদীনা যাবেন না। বরং মসজিদের যিয়ারতের নিয়তে গিয়ে তাঁর কবর যিয়ারত করবেন।

আর এ ধারণা রাখবেন না যে, তাঁর কবরের কাছে গেলে তিনি আপনার দরূদ ও সালাম শুনবেন অথবা আপনার নিবেদন শুনবেন অথবা আপনার জন্য কিয়ামতে সুপারিশ করবেন অথবা আপনার এই যিয়ারত তাঁর জীবদ্দশায় যিয়ারতের মত হবে ইত্যাদি। কারণ এ সব অতিরঞ্জিত ধারণা, যার কোন সহীহ দলীল নেই। আর তিনি বলেছেন,

"তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিও না। তোমরা যেখানে থাক, সেখান হতেই আমার উপর দরূদ পড় ও সালাম পাঠাও। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তা আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" *(সহীহুল জামে' ٣٧٨٠নং)*

নামায-রোযা ছাড়া কি পার আছে?

'দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই তোমার নামের গান।
হে খোদা! এ যে তোমার হুকুম, তোমারই ফরমান।
এমনি তোমার নামের আছর
নামাজ রোজার নাই অবসর,
তোমার নামের নেশায় সদা মশ্গুল মোর প্রাণ।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১১৭ নং

এখান থেকে যদি কেউ বুঝেন যে, আল্লাহর নামের গীত বানিয়ে দেশে দেশে গেয়ে বেড়াতে হবে, আর সেটাই আল্লাহর হুকুম ও তাঁর ফরমান। তাহলে তা আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করা হবে।

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } (٢١) سورة الأنعام

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার থেকে অধিক যালিম (অত্যাচারী) আর কে? যালিমরা অবশ্যই সফলকাম হবে না। *(সূরা আনআম ২১ আয়াত)*

পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি যিক্র করে বেড়ানো হয়, তাহলে কেবল তাঁর নামের যিক্রে মশগুল হয়ে কোন লাভ হবে না; যতক্ষণ না তা তাঁর নির্দেশ ও মহানবী ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হবে। তাছাড়া নামায-রোযার অবসর না নিয়ে আল্লাহর নামের নেশায় সদা মশগুল থাকলে কি লাভ হবে?

আপনি কি সেই স্ত্রীকে ভালোবাসবেন, যে পঞ্চমুখে আপনার প্রশংসা করে বেড়ায় অথচ আপনার কোন আদেশ পালন করে না। আপনার ভূয়সী প্রশংসা করে অথচ আপনার মনমত চলে না? আপনি কি তার সাতগোষ্ঠীকে তিন তালাক দেবেন না? আরবী কবি বলেছেন,

تعصي الإله وأنت تظهر حبه   هذا لعمري في الزمان بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته   إن المحب لمن يحب مطيع

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর নাফরমানি করে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ কর। এটা তো সর্বযুগে এক অদ্ভূত ব্যাপার! তোমার ভালবাসা যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর

আনুগত্য করতে। কারণ প্রেমিক তো প্রেমাস্পদের অনুগত হয়।

যে ভালবাসায় আনুগত্য নেই, সে ভালবাসা কি স্বার্থপরতা ও মতলববাজির ভালবাসা নয়?

তাঁরা ছিলেন, যাঁরা কত আমল করার পরেও ভয় করতেন। ভয় করতেন কবুল হবে কি না? আমল না করে আল্লাহর উপর ঝুটা ভরসা করতেন না। তাঁদের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ {٥٧} وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ {٥٨} وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ {٥٩} وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {٦٠} أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ {٦١} سورة المؤمنون

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী, যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারাই তার প্রতি অগ্রগামী হয়। *(সূরা মু'মিনূন ৫৭-৬১ আয়াত)*

পায়ে সালাম

'মা ফতেমা হজরত আলীর মাজার যেথায় আছে,
আমার সালাম দিয়া আইস (রে ভাই) তাঁদের পায়ের কাছে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৩০ নং

পায়ে সালাম করার পদ্ধতি ইসলামী নয়। ইসলামী সালাম হল মুখে বলা, আস্‌সালামু আলাইকুম। পক্ষান্তরে পায়ে সালাম পার্শ্ববর্তী পরিবেশ থেকে ধার করা প্রথা প্রণামের অপর নাম। পা স্পর্শ করে সালাম ইসলামে নেই। সুতরাং ঝুঁকে পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকানোর সালাম বিদআত, আবার শির্কও হতে পারে।

পক্ষান্তরে পরলোকবাসীদের জন্য অন্যের মাধ্যমে কোন রকমের সালাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তে নেই। কবর যিয়ারত করার সুযোগ হলে সরাসরি সালাম করার পদ্ধতি ইসলামী পদ্ধতি। তবে দূর-দূরান্ত থেকে কারো কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়; যেমন এ কথা পূর্বেই (৩৭পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে।

আল্লাহ আছেন আরশের উপরে

'আছ সকল ঠাঁয়ে শুনে বলে সবে,

এমনি চোখে তোমার দিদার কবে হবে ---
তোমারি করুণায় যাবই তোমায় জেনে,
বসাব মোর হৃদে তোমার আর্শ এনে
আমি চাইনা বেহেশ্‌ত, র'ব বেহেশ্‌তের মালিক লয়ে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৩৩ নং

উক্ত গানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়; প্রথমতঃ আল্লাহ সকল ঠাঁয়ে আছে -এ কথা ভুল। তিনি সর্বত্র বিরাজমান কথাটিও ঠিক নয়। সঠিক কথা ও বিশ্বাস হল, তিনি আছেন সাত আসমানের উপর আরশে। অবশ্য তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি সব ঠাঁয়ে আছে। তাঁর সাহায্য মুমিনের সাথে আছে।

ঠিক নয় এই ধারণা যে, তিনি মুমিনের হৃদয়ে আছেন। আসলে তাঁর যিক্‌র মুসলিমের হৃদয়ে আছে।

যেমন এ কথাও ঠিক নয় যে, তিনি কোথায় আছেন, তা কেউ জানে না। যেহেতু মহান আল্লাহ জানিয়েছেন, তিনি আরশে আছেন। তিনি বলেছেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (٥) سورة طه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আরশের উপর সমাসীন আছেন। *(সূরা ত্বা-হা ৫ আয়াত)*

দ্বিতীয়তঃ মানুষের হৃদয়ে তাঁর আর্শ আনা সম্ভব নয়। এ অর্থে হৃদয়ে সর্বদা তাঁর যিক্‌র করার কথা বলা যেতে পারে। যেমন কবি উক্ত গানের শুরুতে বলেছেন,

'ফিরি পথে পথে মজনুঁ দীওয়ানা হয়ে।
বুকে মোর এয় খোদা তোমারি এশ্‌ক লয়ে।।'

তৃতীয়তঃ 'চাই না বেহেশ্‌ত' কথায় পৃথক কোন মাহাত্ম্য নেই। যেমন বেহেশ্‌ত চাইলে তাঁর প্রেমে কোন প্রকার ভেজাল আসে না। পরকালের গৃহ হয় বেহেশ্‌ত, না হয় দোযখ। বেহেশ্‌তের মালিক আল্লাহকে পাওয়া গেলে নিশ্চিতভাবে বেহেশ্‌তে স্থান হবে। অন্যথা দোযখে ঠিকানা হবে।

মূসা ﷺ আল্লাহকে দেখেননি

'ওরে ও রবি-শশী, ওরে ও গ্রহ-তারা,
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিঃধারা?'
কহে, 'আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা,
মূসা বেহুঁশ হলো হেরি যে খুবরু,---
আল্লাহু আল্লাহু।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৩৫ নং

এ গান থেকে ধারণা জন্মাতে পারে যে, মূসা ﷺ আল্লাহর 'খুবরু' (সুদর্শন চেহারা) দর্শন করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ কি বলেন শুনুন,

{وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (١٤٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্ব-স্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(সূরা আ'রাফ ১৪৩ আয়াত)*

পার্থিব জগতে কখনই তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। যদিও কবি আশা পোষণ করে বলেছেন,

'তোমার হবিবের আমি উম্মত এয় খোদা,
তাই ত দেখিতে তোমায় সাধ জাগে সদা।
আমি মুসা নহি যে বেহোঁশ হয়ে পড়ব ভয়ে!!'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৩৩ নং

মহানবী ﷺ বলেন, "মরণের পূর্বে কখনই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ২৪৫৯নং)*

এখানে লক্ষণীয় যে, কবি মূসা নবী থেকেও বড় অথবা সবল। তা না হলে তাঁর এত বড় স্পর্ধা হতে পারে?

সর্ববৃহৎ সৃষ্টি আল্লাহর আরশ

'বক্ষে আমার কা'বার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল,
শিরোপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ-বেভুল।।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৪০ নং

এ সৃষ্টি জগতের সর্ববৃহৎ সৃষ্টি হল, আল্লাহর আরশ -এ কথা পূর্বে (২৯-৩০পৃষ্ঠায়) আলোচিত হয়েছে। ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষ কি তা নিজের মাথায় বহন করে ফিরতে পারে। এটি একটি অতিরঞ্জিত কল্পনা অথবা আরশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকার ফল।

কবরের জগৎ ভিন্ন

'মস্‌জিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই।।
কত পরহেজ্‌গার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত,
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্‌।
সেই কোরান শুনে' যেন আমি পরাণ জুড়াই।।
কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাদের সাথে কেঁদে' কেঁদে' আল্লার নাম জপিতে চাই।।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৫৫ নং

উক্ত গানে কবি বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে মক্কা-মদীনা দেখার ইচ্ছা তো পূরণ হলো না। হে দেশবাসী আমার! তোমাদের সকলের কাছে এ মিসকিন কবির কেবল এইটুকু নিবেদন ঃ 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ---।'

পরম ভক্তি ও চরম আবেগের সাথে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কবি এই গান গেয়ে গেছেন। কি জানি যে নিবেদন তিনি করেছেন, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস রেখে করেছেন, নাকি এ কেবল আবেগ ও ছন্দের সুর?

সে যাই হোক, দুনিয়ায় কবির সে আশা পূরণ হলেও কবরে কি সত্যই তাঁর আশা পূরণ হবে? অর্থাৎ, মসজিদের পাশে তাঁর কবর দেওয়া হলে সত্যই কি তিনি গোরে থেকে 'মোয়াজ্জিনের আজান' ধ্বনি ও নামাযীদের পবিত্র পায়ের ধ্বনি শুনতে পাবেন? আর সেই বর্কতে সত্যই কি তিনি গোর-আযাব থেকে রেহাই পাবেন?

সত্যই কি তিনি কবরে থেকে কোরান তেলাঅত শুনে পরাণ জুড়াতে পারবেন?

সত্যই কি দরবেশ-ফকিরদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নাম জপতে পারবেন?

যে মারা যায়, সে এ জগত ছেড়ে আর এক জগতে চলে যায়। আর সে জগতের সাথে এ জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না। সে মধ্যজগৎ থেকে ইহজগতের কোন কিছু শুনতে পায় না।

আম্বিয়াগণের আত্মা সর্বোচ্চ স্থানে আ'লা ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে। শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর বেশে আরশে ঝুলন্ত লণ্ঠনে স্থান পায়। *(মুসলিম ১৮৮৭নং)* এবং জান্নাতে ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। আওলিয়া ও সালেহীনদের রূহও পাখীর বেশে জান্নাতের গাছে গাছে অবস্থান করে। *(আহমাদ ৩/৪৫৫, ইবনে মাজাহ ১৪৪৯নং)* আর কাফেরদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে।

মানুষ যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় জাগ্রত পৃথিবীর কোন অবস্থা জানতে পারে না, কারো ডাক বা আহবানের শব্দ শুনতে পায় না, ঠিক তদ্রূপই মৃত ব্যক্তি মধ্য জগতে বাস করে ইহজগতের কোন অবস্থা জানতে পারে না। এ জগতের কারো ডাক বা শব্দ শুনতে পায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} (٨٠) سورة النمل

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না; যখন ওরা পিছন ফিরে চলে যায়। *(সূরা নাম্‌ল ৮০ আয়াত)*

{فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} (٥٢) سورة الروم

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না; যখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা রূম ৫২ আয়াত)*

{إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } (١٤) سورة فاطر

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না। *(সূরা ফাত্বির ১৪ আয়াত)*

{وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}

অর্থাৎ, সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; আর তুমি মৃতকে শোনাতে পার না। *(ঐ ২২ আয়াত)*

তবে বদর যুদ্ধে মৃত কাফেরদেরকে অধিক লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাদেরকে নবী করীম ﷺ-এর ডাক শুনিয়েছিলেন। *(বুখারী ১৩৭০নং, মুসলিম ২৮৭৩নং)* আর এটা ছিল তাঁর মু'জিযা।

আবার মৃতকে দাফন করার পর যখন মৃতের রূহ ফিরিয়ে প্রশ্নের জন্য তাকে বসানো হয় এবং লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। *(বুখারী ১৩৩৮, মুসলিম ২৮৭০নং)* এ শুধু বিশেষ অবস্থায় আল্লাহর হিকমত বিশেষ।

কবর যিয়ারতে গিয়ে কবরবাসীদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তারা জীবিত আছে এই জ্ঞানে নয় অথবা তারা সালামের উত্তর দেবে এই উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাদেরকে ঐ সালাম তাদের জন্য এক প্রকার শান্তি প্রার্থনার দুআ। এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, তারা সালাম শুনতে পায় এবং জবাবও দেয়। অথবা তারা এ জগতের সব কথা জানতে-বুঝতে পারে।

সুতরাং 'মোয়াজ্জিনের আজান' ধ্বনি ও নামাযীদের পবিত্র পায়ের ধ্বনি শুনতে পাওয়ার ধারণা অমূলক। যেমন 'কোরান তেলাওত' শুনে পরাণ জুড়ানোর আশাও অবাস্তব।

আর সেই বর্কতে গোর-আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কথাও নিছক ভ্রান্ত ধারণামাত্র। কারণ, প্রথমতঃ নামাযীদের পায়ের ধ্বনি শুনে গোর-আযাব যে মাফ হয়, তার দলীল চাই। আর দ্বিতীয়তঃ যদি সে শব্দ শুনতেই না পাওয়া যায়, তাহলে তার বর্কতে ও বদৌলতে গোর-আযাব মাফ হওয়ার কোন প্রসঙ্গই থাকে না।

বাকী থাকল, দরবেশ-ফকিরদের সাথে কেঁদে কেঁদে কবির আল্লাহর নাম জপতে পারার কথা, তাও ঐ কল্পিত শোনার উপর নির্ভরশীল। গভীর রাতে লুকিয়ে মসজিদে কে কখন আল্লাহর নাম জপছে, তা কবি না বুঝতে পারেন, আর না তাদের কোন কথাবার্তা শুনতে পারেন। তাহলে এ আশাও অমূলক ও অবাস্তব। আর মহানবী ﷺ বলেন, "মৃত্যু আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তা কামনা না করে এবং তা চেয়ে দুআও না করে। যেহেতু তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মুমিনের জীবন তো মঙ্গলই বৃদ্ধি করে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৮২নং)*

তিনি আরো বলেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

কবরের আযাব থেকে রেহাই পেতে সঠিক ঈমান ও আমলের দরকার। আর সে আমলের স্থান হল ইহজগৎ। কবর হল ভিন্ন জগৎ। কবর কোন আমলের ক্ষেত্র নয়। বলাই বাহুল্য যে, "যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করে দিয়েছে, তাকে তার বংশ-মর্যাদা অগ্রবর্তী করতে পারে না।" *(আহমাদ, মুসলিম প্রমুখ)*

শুধু কামনা করেই কিছু হয় না। কামনার সাথে কামের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ

نَصِيرًا} (١٢٣) سورة النساء

অর্থাৎ, (শেষ পরিণতি) তোমাদের আশার উপর, আর না ঐশীগ্রন্থধারীদের মনস্কামনার উপর নির্ভর করে। (বরং) যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ভিন্ন সে তার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা নিসা ১২৩ আয়াত)*

আল্লাহ কাঁদেন?

'মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়,
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়।
আজও শুনি কাঁদে যেন কুল-মুলুক আসমান জমীন।
ঝরে মেঘে খুন লালে লাল শোক-মরু সাহারায়।
কাশেমের লাশ লয়ে কাঁদে বিবি সকিনা।
আসগরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদে খোদায়।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৫৯ নং

কবির কল্পনায় কুল মুলুক বা কুল মখলুক কাঁদতে পারে এবং রক্তাশ্রু ঝরাতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি নেই, কোন দলীল-প্রমাণেরও দরকার নেই।

আসমান-যমীনও কাঁদতে পারে এবং মেঘ থেকে লাল খুনের বৃষ্টিও হয়ে সারা পৃথিবী প্লাবিত করতে পারে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই, কোন দলীল-প্রমাণের দরকার নেই।

কিন্তু কোন বিষয়ে যখন 'মহান আল্লাহ কাঁদেন' বলা হবে, তখন ভেবে-চিন্তে জিভ ও কলমের নাট-বল্টু এঁটে বলতে ও লিখতে হবে। কারণ, তাঁর ব্যাপারে কবির কল্পনা চলে না। তাঁর ব্যাপারে আন্দাজে-অনুমানে কোন কথা বলা, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার শামিল।

আল্লাহ কাঁদেন, তাও আবার আসগরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদেন -এ তো বড় মিথ্যা ও অনুমান-প্রসূত কথা। এ কথা বলা ও বিশ্বাস করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (٣٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে যার কোন

দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন) যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। *(সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)*

কিছু মানুষ আল্লাহর সন্তান নির্ধারণ করে। আন্দাজে-অনুমানে বিনা দলীলে আল্লাহ সম্বন্ধে এমন অবাস্তব কথা বলে। তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন,

{قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (٦٨) {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (٦٩) سورة يونس

তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র। তিনিই অমুখাপেক্ষী। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণও নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা তোমাদের জানা নেই? তুমি বলে দাও, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না। *(সূরা ইউনুস ৬৮-৬৯ আয়াত)*

মানুষ তার চিরশত্রু শয়তান দ্বারা আল্লাহ সম্বন্ধে অশোভনীয় নানা মন্তব্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই তিনি মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৮- ১৬৯ আয়াত)*

নবী ﷺ-এর দুআ

'সকাল হল শোনরে আজান ওঠরে শয্যা ছাড়ি'
মসজিদে চল দীনের কাজে, ভোল্ দুনিয়াদারী।।........
নামায প'ড়ে দু' হাত তুলে প্রার্থনা কর তুই,
ফুল-ফসলে ভরে উঠুক সকল চাষীর ভুঁই।।
সকল লোকের মুখে হউক আল্লার নাম জারী।।
ছেলে মেয়ে সংসার-ভার সঁপে দে আল্লারে,

নবীজির দোওয়া ভিক্ষা কররে বারে বারে।
তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে, সুখে দিবি পাড়ি।।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৮১ নং

উক্ত গানে নামায পড়ে দু' হাত তুলে প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষিত মানুষরা ফরয নামাযের পর জামাআতী মুনাজাতের দলীল নিতে পারেন। কিন্তু তাঁদেরকে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, তিনি এ প্রার্থনার কথা পরিবেশ থেকে নিয়েছেন; হাদীস-কুরআন থেকে নয়। অতএব তাঁর কাছ থেকে এ ফতোয়া গ্রহণ করা সুনিশ্চিত ভুল হবে। যেহেতু মুনাজাতের জায়গা হল নামাযের ভিতর। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} (٤٥) سورة البقرة

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} (١٥٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" *(সূরা বাক্বারাহ৪৫, ১৫৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ নামাযের ভিতরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে; বিশেষ করে তার শেষাংশে সালাম ফিরার আগে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন।

নবীজীর দুআ বলতে কি বুঝায়? 'নবীজির দোওয়া ভিক্ষা কররে' - অর্থাৎ, তিনি যে দুআ উম্মতের জন্যে করে গেছেন, তা আল্লাহর নিকট ভিক্ষা করা। আর এ অর্থে সে দুআ অনর্থক। কারণ, মহানবী ﷺ-এর দুআ তো কবুল হয়েই গেছে। অতএব তা চর্বিত চর্বণের ন্যায় বৃথা।

আর যদি অর্থ এই হয় যে, নবীর কাছে দুআ চাও, তাহলে তা শির্ক। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ ও প্রার্থনা করা শির্ক। যাঁর কাছে চাওয়া হবে তিনি নবী হন বা অলী, ফিরিশ্তা হন বা জ্বিন, মহান আল্লাহর কাছে যত বড়ই মর্যাদাবান হন, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর কাছে চাওয়া অথবা তাঁকে মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া অবশ্যই অন্যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার (অবস্থান) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا

تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। *(সূরা নাম্ল ৬২ আয়াত)*

{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} (١٤) سورة الرعد

অর্থাৎ, সত্যের আহবান তাঁরই। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে আহবান করে ওরা তাদেরকে কোনই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে নিজ হস্তদ্বয় পানির দিকে প্রসারিত করে; যাতে তার মুখে পৌঁছে। অথচ তা তাতে পৌঁছবার নয়। বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের আহবান ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়। *(সূরা রা'দ ১৪ আয়াত)*

{يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ} (١٣) {إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } (١٤) سورة فاطر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ) কিছুরও মালিক নয়। তোমরা তাদের আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না। *(সূরা ফাত্বির ১৩- ১৪ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, মহানবী ﷺ-এর কাছে কিছু আশা রাখা অথবা চাওয়া শির্ক। আর এই জন্য বাংলা হরফে লিখা উর্দু এই গজলটিতে শির্কের দুর্গন্ধ রয়েছে ঃ-

'ওহ নাবীউঁ মেঁ রাহমাত লাক্বাব পানে অলা,
মুরাদেঁ গরীবুঁ কী বার লানে অলা
মাসিবাত মেঁ গাইরুঁ কা কাম আনে অলা,
ওহ আপনে পারায়ে কা গাম খানে অলা।
ফাক্বীরুঁ কা মালজা যায়ীফুঁ কা মা'ওয়া,
ইয়াতীমুঁ কা অলী গোলামুঁ কা মাওলা।'

- *বিপ্লবী গজল ১৪পৃঃ*

একটা মজার গল্প

"বন্ধু একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশ্‌তা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষি---
দিন রাত নাই এত পূজা করি, এত করে তাঁরে তুষি'
তবু তিনি যেন খুশী নন্‌--- তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই পরে!
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে ক'ন---
'মলিন ধুলার সন্তান ওরা, বড় দুর্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা--- নয়নে অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ!'
দেবদূত সব বলে, 'প্রভু মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু জরা!'
কহিলেন বিভু--- 'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন,
যাক্‌ পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন!'
'হারুত' 'মারুত' ফেরেশ্‌তাদের গৌরব রবি-শশী,
ধরার ধূলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।---
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এক আকাশের চাঁদ!
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!

দুদিনে আতশী ফেরেশ্‌তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী-চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি', গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহরা' যায়---
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙ্গা পায়!
অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের মার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরি-খুনে তিতি'!
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভ'রে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প পুটে।
বেহেশ্‌তে সব ফেরেশ্‌তাদের বিধাতা কহেন হাসি---
'হারুতে মারুতে কি করেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী!'
নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!
সুন্দর বসুমতী
চির যৌবনা দেবতা ইহার শিব নয় --- কাম রতি!"

- *সঞ্চিতা ৭৫-৭৬ পৃঃ*

কবিকে ধন্যবাদ যে, তিনি এটাকে 'একটা মজার গল্প' বলে আখ্যায়ন করেছেন। সত্যিই এটা রূপকথার মজার গল্প; এটা কোন ইতিহাস নয়। সত্যতার ও বাস্তবতার সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া তিনি 'আতশী ফেরেশ্‌তা' বলেছেন, অথচ ফিরিশ্‌তা নূরী। আতশ বা আগুন থেকে জ্বিন এবং নূর বা জ্যোতি থেকে ফিরিশ্‌তার সৃষ্টি।

হারূত ও মারূত দুই ফিরিশ্‌তা। যাঁদের দ্বারা মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে যাদুর ফিতনায় ফেলে তাদের কঠোর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁরই অনুগত ছিলেন।

কিন্তু তাঁরা মানুষে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। সুরা পান করে এক মহিলা (জোহরা)র স্বামীকে হত্যা করে তার সাথে ব্যভিচারের মত মহাপাপ করেছিলেন এবং তারই কারণে শাস্তি স্বরূপ তাঁদেরকে ব্যাবিলনের কোন কুয়ায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে --এসব কাহিনী গপেদের গপ্প মাত্র। বাস্তবের সাথে এই সব কাল্পনিক কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক এমনিভাবে দাউদ নবী ﷺ-এর একজন স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে তার স্ত্রীকে বিবাহ করার গল্প, উয বিন উনুকের সমুদ্রে মাছ ধরে সূর্যে ভুনে খাওয়ার ইত্যাদি কেচ্ছা যা তফসীরের নামে পাওয়া যায়, সবই ঐ ধরনের গল্প। মুসলিম এ শ্রেণীর আজগুবি গল্প শক্ত ও বলিষ্ঠ দলীল ছাড়া বিশ্বাস করে না। *(মাজাল্লাতুল বুহুষিল ইসলামিয়্যাহ ৩১/৭১)*

বেশ্যা ও জারজ

'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে!.......
মুনি হ'ল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার--- মহা প্রেমিক সে যীশু!
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয় দহে।
শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি!
পাপ করিয়াছে বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার!
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হ'তে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন্ গোঁড়া পাড়ে গালি?
তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি---
দেবতা গো জিজ্ঞাসি---
দেড়শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী---
কয়জন পিতা-মাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ-সতী?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্ছা আঁতুড়ে জন্মে মরে?
সেরেফ্ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত!
শুন ধর্মের চাঁই---
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!'

- সঞ্চিতা ৭৭-৭৮ পৃঃ

মানুষের মাহাত্ম্য বংশ-পরিচয়ে নয়। মানুষের মাহাত্ম্য তার নিজস্ব কর্মে ও আমলে। নবীর মাতা-পিতা হলেও আল্লাহর নিকট তাঁদের কোন মর্যাদা নেই, গর্ভজাত সন্তান অথবা সহধর্মিনী হলেও কোন সম্মান নেই; যদি না তাদের ঈমান ও আমল সঠিক হয়।

সীতা-সম মায়ে স্তন্য দিলেই কেউ সতী হয়ে যায় না; যদি কর্ম অসতীর হয়।

জন্মের পর মানব-জাতির কোন গ্লানি থাকে না। অর্থাৎ, শত পাপী হলেও কোন সমস্যা নেই। মানুষ হলেই সে সম্মানীয়, আদরণীয়। কবির মতে এ হল 'মানুষের বাণী'।

কিন্তু মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী হল,

وَالْعَصْرِ {١} إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ {٢} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {٣} سورة العصر

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(সূরা আস্র ১-৩ আয়াত)*

{قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (٣٨) {وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

অর্থাৎ, আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান (জান্নাত) হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(সূরা বাক্বারাহ ৩৮-৩৯ আয়াত)*

তা না হলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় কেন? প্রশাসন কেন, থানা, পুলিস, কোর্ট-কাছারি কেন?

অবশ্য কবি বলতে পারেন, ব্যভিচার কোন পাপ নয়? ধর্ষণটা পাপ। আর বিবাহ-বন্ধন ছাড়াও যুবক-যুবতীদের আপোষের সম্মতিক্রমে সহবাস কোন পাপ নয়! এটা হল মানবতাবাদী কবি-লেখকদের বিশ্বাস। এমনকি তাঁদের মেয়ে-বোনরাও যদি পর-পুরুষের সাথে সঙ্গম করেন, তাহলে তাঁদের কাছে সেটাও কিস্সু নয়। বরং তাতে তাঁরা উদারতার পরিচয় দেন! যেহেতু বিবাহের পূর্বে যৌন-মিলন তাঁদের নিকট কোন অপরাধ নয়!

আর বেশ্যাদের কথা? আরে বেশ্যা কেন? ওরাও সমাজ-সেবী, যৌনকর্মী! ওরাও কবির মা!

কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} (٣٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩২ আয়াত)*

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) سورة النور

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও। আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। *(সূরা নূর ২ আয়াত)*

অবশ্যই পাপের পর পাপীর পুণ্যের অধিকার আছে। বেশ্যার তওবা আছে। তওবা করলে পাপরাশি পুণ্যরাশিতে পরিণত হয়। পাপ থেকে তওবার পর মানুষের আর গ্লানি থাকে না। তওবা মানুষকে নবজীবন দান করে। মানুষকে পুণ্যের অধিকারও দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً {٦٨} يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً {٦٩} إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {٧٠} وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً {٧١} سورة الفرقان

অর্থাৎ, (পরম দয়াময়ের দাস তারা,) যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয়। *(সূরা ফুরক্বান ৬৮-৭১ আয়াত)*

আমাদের নবী ﷺ বলেন, "এক বেশ্যা পথ চলতে চলতে পিপাসিতা হল। এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে অথবা ভিজে মাটি চাটছে। তার প্রতি বেশ্যাটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আর জারজ সন্তান পাপী নয়, অপাঙক্তেয় নয়, অস্পৃশ্য নয়, ঘৃণ্য নয়। সে সন্তানের তো আর কোন দোষ নেই। সে সন্তানের বংশ-পরিচয় না থাকলেও মুমিন-মুত্তাকী-পরহেযগার হতে পারে। এমনকি মসজিদের ইমামতিও করতে পারে। যেমন মানবিক অধিকারে উভয়েই সমান। পাপাচারী পিতা-মাতার কারণে তাকেও পাপী বা ঘৃণ্য ভাবা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (١٦٤) سورة الأنعام

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে, তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। *(সূরা আনআম ১৬৪ আয়াত)*

তবে জারজ ও কামজ সন্তানের মাঝে অবশ্যই কিছু না কিছু প্রভেদ ও পার্থক্য আছে। বিনা বিবাহে যৌন-মিলনে ব্যভিচারে কাম থাকে এবং বিবাহের পর স্ত্রী-মিলনেও কাম থাকে। কাম কামই; কিন্তু প্রথমটি হল অবৈধ এবং দ্বিতীয়টি হল বৈধ। প্রথমটি হল অপবিত্র এবং দ্বিতীয়টি হল পবিত্র। যেমন সূদী কারবারে উপার্জিত টাকাও টাকা এবং ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত টাকাও টাকাই; কিন্তু প্রথম টাকাটি অপবিত্র হারাম এবং দ্বিতীয়টি পবিত্র ও হালাল। কিন্তু টাকা মুদ্রা, তার মূল বস্তুটি অপবিত্র নয়। তেমনি জারজের জন্ম অবৈধ উপায়ে হলেও তার জনক-জননী পাপী; কিন্তু তার কোন পাপ বা দোষ নেই। অন্যান্য মানুষের মত সে নিজে পবিত্র হলে, সে পবিত্র। অন্যথা একজন কুলীন যদি শির্ক ও পাপাচার থেকে নিজেকে পবিত্র না করে, তাহলে সে ঐ পবিত্র থেকেও অনেক বেশি অপবিত্র। মহানবী ﷺ বলেন, "যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করে দিয়েছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।" *(মুসলিম)*

অবশ্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জারজ সন্তান পিতার ওয়ারেস হবে না। তার পরিচয় হবে মায়ের সাথে, সে মায়ের ওয়ারেস হবে। অবৈধ পিতার সাথে তার সম্পর্ক জুড়া যাবে না; যদিও তার সেই পিতা গর্ভে তার জন্মলাভের পর তার মাতাকে বিবাহ করে থাকে।

পক্ষান্তরে কোন লোক যদি ব্যভিচারী হয় এবং তার পত্নী ও উপপত্নী উভয়ই থাকে, তাহলে পত্নীর গর্ভে জন্মলাভ করা সন্তান বৈধ ও পবিত্র; যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের বৈধ মিলনের ফলে তার জন্ম হয়েছে; যদিও পিতা ব্যভিচারী এবং যদিও মাতা ব্যভিচারিণী হয়। কিন্তু উপপত্নীর গর্ভে জন্মিত সন্তান জারজ; সে পিতা-মাতা অন্যের সাথে যৌন-মিলন করুক অথবা নাই করুক। যেহেতু তাদের মিলনটাই অবৈধ তাই।

বেশ্যা ও জারজদের আলোচনায় মেরী ও যীশুর কথা কেন? তার মানে কি এই নয় যে, কবির ধারণা মতে মেরী ব্যভিচারিণী ও যীশু জারজ-সন্তান ছিলেন? তাহলে তাঁর বিস্ময়কর জন্ম আবার কিসের? সোজা বললেই তো হতো, ব্যভিচারের ফলে তাঁর জন্ম ছিল, তিনিও জারজ-সন্তান ছিলেন; যেমন ইহুদীরা বলে থাকে।

হ্যাঁ, বিস্ময়কর জন্মই ছিল তাঁর। তাঁর মা বেশ্যা বা ব্যভিচারিণী ছিলেন না। সুতরাং এই আলোচনায় তাঁদেরকে এনে তাঁদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে এবং সেই সাথে কুরআনকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ মেরী তথা মারয়্যামকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর পুত্রের বিস্ময়কর জন্ম-বৃত্তান্ত খুলে বলেছেন।

তিনি তাঁর পবিত্রতা ও সতীত্ব ঘোষণা করে বলেন,

{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলেছিল, হে মারয়্যাম! আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। *(সূরা আলে ইমরান ৪২ আয়াত)*

{وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর সেই নারী (মারয়্যাম)এর কথা, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ্‌ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। *(সূরা আম্বিয়া ৯১ আয়াত)*

{مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّـهُ صِدِّيقَةٌ كَانَـا يَـأْكُلاَنِ الطَّعَـامَ انظُـرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٧٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, মারয়্যাম-তনয় মসীহ তো একজন রসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, ওদের জন্য আয়াত (বাক্য) কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরও দেখ, ওরা কিভাবে সত্য-বিমুখ হয়। *(সূরা মায়েদাহ ৭৫ আয়াত)*

যারা তাঁর চরিত্রে সন্দেহ করেছিল বা অপবাদ দিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন,

{وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا} (١٥٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ও মারয়্যামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করার জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। *(সূরা নিসা ১৫৬ আয়াত)*

তাঁর চরিত্রে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে, যাঁর ব্যাপারে একজন নবী মুগ্ধ। যাঁকে অদৃশ্যভাবে রুযী দেওয়া হত এবং যাঁকে শয়তান থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَـا زَكَرِيَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَـتْ هُـوَ مِـنْ عِنـدِ اللّـهِ إنَّ اللّـهَ يَـرْزُقُ مَـن يَـشَاء بِغَيْـرِ حِسَابٍ} (٣٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমরূপেই গ্রহণ করলেন এবং উত্তমরূপেই তার প্রতিপালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন। যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?' সে বলত, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপর্যাপ্ত জীবিকা দান করে থাকেন।' *(আলে ইমরান ৩৭ আয়াত)*

আর তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

"ফিরিশ্‌তাগণ বলল, 'হে মারয়্যাম! নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ, মারয়্যাম-পুত্র ঈসা। সে হবে ইহ-পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম। সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু (সৃষ্টি করবেন বলে) স্থির করেন তখন বলেন 'হও', আর তখনই তা হয়ে যায়।" *(আলে ইমরান ৪৫-৪৭ আয়াত)*

"(হে রসূল!) তুমি এই কিতাবে (উল্লিখিত) মারয়্যামের কথা বর্ণনা কর; যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের হতে সে নিজেকে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার 'রূহ' (জিবরাঈল)কে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারয়্যাম বলল, 'আমি তোমা হতে পরম করুণাময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি; তুমি যদি সংযমশীল হও (তাহলে আমার নিকট থেকে সরে যাও)।' সে বলল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত (দূত) মাত্র; তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য (আমি প্রেরিত)।' মারয়্যাম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে! যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি; আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।' সে বলল, 'এই ভাবেই হবে; তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং তাকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করব, যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের তলে নিয়ে এল; সে বলল, 'হায়! এর পূর্বে যদি আমি মারা যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।' (জিবরীল) তার নিম্নপার্শ্ব হতে আহবান করে তাকে বলল, 'তুমি দুঃখ করো না, তোমার নিম্নদেশে তোমার প্রতিপালক এক নদী সৃষ্টি করেছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ড হিলিয়ে দাও; ওটা তোমার সামনে সদ্যপক্ব তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে। সুতরাং আহার করো, পান করো ও চক্ষু

জুড়াও; মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ, তাহলে বল, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে চুপ থাকার মানত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।'

অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল; তারা বলল, 'হে মারয়্যাম! তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছ। হে হারূন ভগ্নী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।' অতঃপর মারয়্যাম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল। তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?' (শিশুটি) বলল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজীবন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য। আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।'

এই হল মারয়্যাম তনয় ঈসা (এর বৃত্তান্ত)। (আমি বললাম) সত্য কথা; যে বিষয়ে তারা সন্দেহ করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়। *(সূরা মারয়্যাম ১৬-৩৫ আয়াত)*

বিনা পিতায়, বিনা যৌন-মিলনে, বিনা শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনে কিভাবে ভ্রূণের জন্ম হতে পারে? মহান আল্লাহ এ কথার জবাবে বলেন,

{إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (٥٩) {الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ} (٦٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। (এ) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত, সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ৫৯-৬০ আয়াত)*

শিক্ষিত মুসলিম ভাই আমার! মুসলিম হয়ে যদি কেউ কুরআন-বিরোধী বিশ্বাস রেখে মনে করে, মারয়্যাম বা মেরী ব্যভিচার করার ফলে জারজরূপে ঈসা বা যীশুকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং যীশুর (অবৈধ) পিতার নাম ইউসুফ বা যোশেফ ছিল, তাহলে তার বুকে কি ঈমান থাকতে পারে?

ইহুদীরা মনে করে, যীশু জারজ-সন্তান। খ্রিষ্টানরা মনে করে, তিনি আল্লাহর পুত্র। কিন্তু মুসলিমরা মনে করে, তিনি আল্লাহর কালেমা, যা মারয়্যামের গর্ভে স্থাপিত হয়ে যীশু আকারে মানুষের মত ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ঘৃণা অথবা ভক্তির আতিশয্যে যে কেউ কোন অসমীচীন বিশ্বাস রাখতে পারে, কিন্তু একজন মুন্সিফ মুসলিম সঠিক ইতিহাস জানার পর

অন্য বিশ্বাস রাখতে পারে না।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

{وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} (٢٢٤) سورة الشعراء

অর্থাৎ, কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। *(সূরা শুআরা ২২৪ আয়াত)*

আল্লাহর লীলা-খেলা!

'শুনিয়াছি, ছিল মমির মিসরে সম্রাট্ ফেরাউন
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন!
শুনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া!
জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান,
পরের মৃত্যু-আড়ালে দাঁড়ায়ে সেই ভাবে, পেল প্রাণ!
জন্‌মিল মুসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে!
ভেসে এল শিশু রানীরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে,
শত্রু তাহারি বুকে চড়ে নাচে ফেরাউন নাহি চিনে।
এল অনাগত তারি প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া,
তখনো প্রহরী জাগে বিনিদ্র দশ দিক্ আগুলিয়া!
---রসিক খোদার খেলা,
তারি বেদনায় প্রকাশে রুদ্র যারে করে অবহেলা!'

- সঞ্চিতা ২০২ পৃঃ

'আল্লাজী গো আমি বুঝি না রে তোমার খেলা,
তাই দুঃখ পেলে ভাবি বুঝি হানিলে হেলা।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ২৮ নং

মুসলিম মাত্রেই এই বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর কোন কাজ খেলা নয়। তাঁর প্রত্যেক কাজ - চাহে তা বাহ্যতঃ বান্দার দৃষ্টিতে ভালো হোক অথবা মন্দ - হিকমতে ভরপুর। যে কাজ তিনি করেন, তা কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করেন এবং তা বান্দার কাছে মন্দ হলেও তাঁর কাছে, তাঁর ক্ষেত্রে তা ভালো। মহান আল্লাহর কাজ রহস্যময় হতে পারে, কিন্তু রসিকতাময় হতে পারে না। এরূপ ভাবলে বা বললে তাঁর

কর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} (١٦) {لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ} (١٧) سورة الأنبياء

আকাশ ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই করতাম; আমি তা করিনি। *(সূরা আম্বিয়া ১৬-১৭ আয়াত)*

তিনি কাউকে ধনী করেন, কাউকে গরীব, কাউকে সুস্থ রাখেন, কাউকে অসুস্থ, কাউকে হেদায়াত করেন, কাউকে ভ্রষ্ট - এ সব তাঁরই হিকমতের অনুসারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٤) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (হিকমত-ওয়ালা)। *(সূরা ইব্রাহীম ৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামাবলীর একটি নাম হল, 'আল-হাকীম'। হিকমত-ওয়ালা, কৌশলময়, বিজ্ঞানময়। তা জেনেই প্রত্যেক মুসলিম তাঁর ফায়সালা ও তকদীরে কোন প্রকার অভিযোগ বা প্রতিবাদ না করে পূর্ণ ঈমানের সাথে মাথা পেতে মেনে নেয়। ইউসুফকে কুয়াতে ফেলে এসে আব্বার কাছে মিথ্যা ওযর পেশ করলে আব্বা ইয়াকূব ﷺ বলেছিলেন,

{بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (٨٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা ইউসুফ ৮৩ আয়াত)*

কত শত বিপদ-আপদ ও উত্থান-পতনের পর ইউসুফের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। কই তিনি সে সবকে 'খোদার খেলা' বলে মন্তব্য করলেন না। বরং তিনিও পিতার মতই হিকমতময় আল্লাহর হিকমতকে মেনে নিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (١٠٠) سورة يوسف

অর্থাৎ, ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা বাস্তবে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (হিকমত-ওয়ালা)। *(সূরা ইউসুফ ১০০ আয়াত)*

আর এটাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত, কোন কাজ নিজের জন্য মন্দ হলেও, তা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত না করা। মহানবী ﷺ দুআ করে বলতেন,

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ...

অর্থাৎ, আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। আর হেদায়াতপ্রাপ্ত সে, যাকে তুমি হেদায়াত কর। *(মুসলিম)*

মূসা ﷺ-এর ফিরাউন-গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার রহস্য সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ}

অতঃপর ফিরআউনের লোকজন মূসাকে উঠিয়ে নিল। পরিণামে সে ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হল। নিশ্চয় ফিরআউন, হামান ও ওদের বাহিনী ছিল অপরাধী। *(সূরা ক্বাসাস ৮ আয়াত)*

অর্থাৎ, সে তো তাঁকে নিজ সন্তান ও চক্ষুশীতলতা স্বরূপ গ্রহণ করেছিল; শত্রু মনে করে নয়। কিন্তু তার এই কাজের পরিণাম এই হল যে, সে তার শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

অতঃপর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূসা ﷺ তার শত্রু কেন প্রমাণিত হলেন? কারণ তারা ছিল সকলেই আল্লাহর অবাধ্য ও অপরাধী। আল্লাহ তাআলা শাস্তিস্বরূপ তাদের নিকট পালিত ব্যক্তিকেই তাদের ধ্বংসের কারণ বানালেন।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى} (٣٨) {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} (٣٩)

যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা ছিল নির্দেশ করবার। এই মর্মে যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা (নীল) দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার ও ওর এক শত্রু তুলে নেবে। আর আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। *(সূরা ত্বাহা ৩৮-৩৯ আয়াত)*

আল্লাহর মহাশক্তি তথা তার সুরক্ষা ও হিফাযতের নৈপুণ্য ও চমৎকারীত্ব ছিল যে, যে শিশুটির জন্য ফিরআউন অসংখ্য শিশু-সন্তান হত্যা করিয়েছিল; যাতে সে জীবিত না থাকে, সেই শিশুকে ফিরআউনের কোলেই লালন-পালন করালেন, মা তাঁর নিজ শিশুকে দুধ দান করলেন এবং উপরন্তু শিশুর শত্রু ফিরআউনের কাছ হতে দুধপানের পারিশ্রমিকও আদায় করলেন! যাতে তিনি রাজ-পরিবারে সযত্নে লালিত হন এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়বার মত মনোবল অর্জন করেন। সুতরাং কত পবিত্র তিনি, যিনি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী! তাঁকে কি আর 'রসিক খোদা' এবং তাঁর এ হিকমতপূর্ণ কর্মকে 'খেলা' বলা হয়?

বলাই বাহুল্য যে, মহান আল্লাহকে 'রসিক খোদা' বলায় তাঁর সাথে বেআদবী প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর শানে এমন অশোভনীয় মন্তব্য কোন মুসলিম করতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নের গজলও বৈধ নয় ঃ-

'তুমি কম্পিত জলাধারে ছবি আঁক,
উহারি বুকের তলে গোপনে থাক;
কর নিতি নিতি খেলা
সারাক্ষণ সারা বেলা---
সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি সবই তোমার শান।।'

- বিপ্লবী গজল ৩০পৃঃ

*****

'চিনি এখন চেনা দায়, চিকন বুদ্ধি যেমন গো,
অভাব তেমন বেড়েই গেল কুদরতের খেল এমন গো।'

- আসমানী গজল ৫পৃঃ

সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে বলা উচিত,

'ওগো দয়াল রহমান!
কে বুঝিতে পারে তোমার শান?' *- অজ্ঞাত*

জন্মান্তরবাদ

'যদি শতেক জন্ম-পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা---
ক্ষমা নাই নীচতার।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১১নং

'পরজনমে দেখা হবে প্রিয়!
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও।।
এ - জনমে যাহা বলা হ'ল না
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও।।' *- সঞ্চিতা ২৩৯ পৃঃ*

মৃত্যুর পরে আত্মার আবার এই পৃথিবীতে জন্ম হবে - এই ধারণাকে জন্মান্তরবাদ বলে। এটি কিন্তু মুসলিমদের বিশ্বাস নয়। কারণ তাদের কুরআন-হাদীস বলে, জীবন বা কাল হল, চারটি। যথাঃ-

১। রূহ বা আত্মাকাল ঃ রূহ-জগতে রূহ সৃষ্টির পর থেকে মায়ের পেটে ভ্রূণের রূহ ফুঁকা পর্যন্ত জীবন।

২। ইহকাল ঃ মায়ের পেটে ৪ মাস বয়স অথবা জন্মগ্রহণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন।

৩। মধ্যকাল ঃ মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান বা কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত 'বারযাখী' বা কবরের জীবন।

৪। পরকাল ঃ হিসাব-নিকাশের পর থেকে জান্নাত অথবা জাহান্নাম বাসের চিরস্থায়ী জীবন। আর এর পর আর কোন জীবন নেই। মৃত্যুও নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِين {١٢} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِين {١٣} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {١٤} ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ {١٥} ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ {١٦} سورة المؤمنين

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে)। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস

দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। *(সূরা মু'মিনূন ১২- ১৬ আয়াত)*

কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জন্ম ছাড়া যদি কেউ এই জগতে পুনর্জন্মের কথা বিশ্বাস করে, তাহলে সে মু'মিন থাকতে পারে না।

আসলে এ বিশ্বাস অন্য জাতির নিকট থেকে ধার করা। এ বিশ্বাস কবিগুরু ও তাঁর সহমতাবলম্বীদের। কবিগুরু বলেছেন,

'মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী?----' - *সঞ্চয়িতা ৭৮নং*

'যদি পরজন্মে পাইরে হতে ব্রজের রাখাল-বালক,
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।
আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,
তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' - *সঞ্চয়িতা ২৬০-২৬১নং*

সচারচর সস্তা গানেও জন্মান্তরবাদের জয়-জয়কার শোনা যায়। যেমন,

'আর না হবে মোর মানব জনম পাষাণে কুটিলে মাথা রে।' - *অজ্ঞাত*

এবার ম'লে সুতো হব,
তাঁতীর ঘরে জন্ম নেব
পাছা-পেড়ে শাড়ি হয়ে দুলব তোমার কোমরে!' - *অজ্ঞাত*

'বন-মালী তুমি পর জনমে হয়ো রাধা......।'

আর এ সব গান মাইকে বাজানো হয়। ফলে মুসলিম শিশুদের পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে যায়। যাতে ঈমান যায়, আকীদা যায়। শুনেও শিখিনা, বুঝেও বুঝি না, এমনই অবুঝ মোরা।

আমাদের বিশ্বাস বলে, মৃত্যুর পর মুসলিমকে কবরে রাখা হলে তার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি করে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে

এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্‌তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্‌তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্‌তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করছে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্‌তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

আর কাফেরকে কবরে রাখা হলে তার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।'

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।' তখন সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।)' *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

যে এ জগৎ ছেড়ে চলে যায়, সে এ জগতে আর ফিরে আসে না, আসতে পারে না। আশা-আবেদনের পরেও কাউকে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} (٣٧) سورة فاطر

অর্থাৎ, সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের কর, আমরা সৎকাজ করব; পূর্বে যা করতাম তা আর করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' *(সূরা ফাত্বির ৩৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (١١١) قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ (١١٣) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (١١٥)

অর্থাৎ, যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি।' না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। তোমাদের নিকট কি

আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।' আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।' তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?' *(সূরা মু'মিনূন ৯৯-১১৫ আয়াত)*

সুতরাং শিক্ষিত মানুষ কি সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে, যা তার জাতির নয়; বরং তা বিজাতির নিকট থেকে অনুপ্রবেশ করা এবং যে বিশ্বাস রাখলে ঈমান হারাতে হয়?

কুরআনের তাবীয

'চল্ আগে চল্ বাজে বিষাণ
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ,
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৪১নং

এখান থেকে কেউ এ মনে না করেন যে, কুরআনের তাবীয গলায় বাঁধা বৈধ অথবা কুরআনী তাবীয গলায় বাঁধা থাকলে দেহে শক্তি হয়, মনে বল হয় এবং কোন কিছুর ভয় থাকে না।

অবশ্য কুরআনের আয়াত পড়লে আধ্যাত্মিকভাবে উক্ত উপকার লাভ হতে পারে।

পক্ষান্তরে কুরআনী আয়াতকে তাবীয বানিয়ে গলায়, বাজুতে বা কোমরে বাঁধা বৈধ নয়। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা

কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিম ব্যবহার করবে এবং তাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে।

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অকুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এ ধরনের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। *(ইবনে বায ২/৩৮৪)*

প্রত্যেক মুসলিমের এ কথা জানা আবশ্যক যে, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল ও কর্ম করার জন্য, মুর্দার জন্য কুরআনখানী অথবা অসুখে-বিসুখে তাবীয বানিয়ে ব্যবহার করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি।

শবেবরাত

'এ দুনিয়ার বৈভব-রতন যাবে না তোর সাথে,
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর আঁধার সবে রাতে।'

- গজলে দিল মাতোয়ারা ১৬পৃঃ

এটি কবি নজরুলের 'দে জাকাত' কবিতার অনুকরণে রচিত গজল। কবি বলেছেন,

'এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবেরাতে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১১৫নং

আসলে বিদআতীদের শবেবরাতের রাতে গোরে-কবরে মোমবাতি জ্বালানোর আমল দেখে এই কবিতা রচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ওরে মুসলিম! তুই মারা গেলে এই দৌলত বিভব-রতন তোর সঙ্গে যাবে না। হয়তো বা শবেবরাতের রাতে তোকে স্মরণ করে তোর আত্মীয়রা তোর গোরে বাতিও দিবে না। অতএব সেই দৌলতের যাকাত দিস্ না কেন? জাকাত দে! 'এই জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্‌তী সওগাত।'

অথচ শবেবরাতের আগা-গোড়া সবটাই বিদআত। আর এমনিতে গোরে মোমবাতি-ধূপবাতি দেওয়া তো বিদআত বটেই। সুতরাং আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

মহানবী ﷺ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি

কাব্য ও কবিতার এক প্রকার রস হল অতিরঞ্জন, অত্যুক্তি, অতিবর্ণনা, অতিশয়োক্তি, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি। অবাস্তব খেয়াল, আকাশ-কুসুম কল্পনা কবির মনকে উদ্বুদ্ধ করে এমন বাড়িয়ে লিখতে ও বলতে। প্রেমিকার প্রতি প্রেম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কাব্যের অতিরঞ্জন প্রসিদ্ধ। অবাস্তব খেয়াল দিয়ে, নিয়ম-নীতি ও বাঁধনহারা বাক্যমালা দিয়ে প্রেমিকার প্রশংসা করা যায়। কবি বলতে পারেন,

'জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন দিয়ে মাখিয়ে দিব গায়ে
রঙধনু হতে লাল রঙ এনে আলতা পরাব পায়ে!' *- অজ্ঞাত*

'ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে
নিয়ে যা রে মদিনা।---
নদী নাকি নাই ও দেশে
নাও না চলে যদি,
আমি চোখের সাঁতার পানি দিয়ে
বইয়ে দেব নদী!!!' *- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৬৩নং*

কিন্তু মহান আল্লাহ তথা তদীয় নবী-রসূলকে নিয়ে সে অতিরঞ্জন করা যায় না। যেহেতু তাঁদের ভালবাসা ও ভক্তির বিশেষ নিয়ম-নীতি আছে; যে নিয়ম-নীতির বাইরে গেলে বিশেষ ক্ষতি আছে।

পার্থিব ভক্তির ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়। ভৃত্য যদি তার প্রভুর একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হয় এবং তার কর্তব্যের ঊর্ধ্বে কর্ম করে, তাহলে প্রভু খুশী হয় ঠিকই; কিন্তু সেই ভক্তি যদি প্রভুপত্নী অথবা তার কন্যার প্রতি আসক্তিতে পরিণত হয় এবং তাদেরকে এত ভালবাসে, যেমন স্ত্রীকে বাসা হয়, তাহলে প্রভুর নিকট থেকে অবশ্যই ঝাঁটা খেয়ে বিদায় নিতে হয়।

সংসারে কন্যার প্রতি স্নেহ-ভালবাসা আলাদা, স্ত্রীর প্রেম পৃথক এবং মায়ের ভালবাসা ভিন্ন। তিনটিকে একাকার করা যায় না। যার যেমন নীতি ও নির্ধারিত সীমা আছে, তাকে সেই রকম প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে হয়। মায়ের ভালবাসা সবার ঊর্ধ্বে বলে স্ত্রীকে মায়ের আসন দেওয়া যায় না। স্ত্রীকে 'মা' বললে যেমন শরীয়তের দৃষ্টিতে বড় অপরাধ, তেমনি 'মা' না বলে মায়ের মত আনুগত্য করলেও সংসারে নানা বিঘ্ন ও সমস্যা পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম বিষয়ে সীমা লংঘন, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা বৈধ নয়। আল-কুরআনের একটি নির্দেশ হল,

{وَلا تَطْغَوْا}

"তোমরা সীমালংঘন করো না।" *(সূরা হূদ ১১২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সাবধান! তোমরা ধর্ম-বিষয়ে অতিরঞ্জন করো না। কারণ, এই অতিরঞ্জনের ফলে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ ১/২১৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং)*

মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন পছন্দ করেন না। তাই পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল,

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٧٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করো না এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে বিপথগামী হয়েছিল, ফলে তারা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছিল। আর তারা নিজেরাও ছিল সরল পথ হতে বিভ্রান্ত। *(সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)*

খ্রিষ্টানরা যীশুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে; তাঁকে আব্দ্ থেকে মা'বূদের আসনে বসিয়েছে, তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً} (١٧١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। মারয়্যাম-তনয় ঈসা মসীহ তো আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী; যা তিনি মারয়্যামের মাঝে প্রক্ষেপ করেছিলেন ও তাঁরই তরফ হতে সমাগত আত্মা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস কর এবং বলো না যে, (আল্লাহ) তিনজন। তোমরা নিবৃত্ত হও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে -এ হতে তিনি পবিত্র। আকাশ ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। আর কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ১৭১ আয়াত)*

আমাদের দয়ার নবী ﷺও কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। তিনি নিজের ব্যাপারে বলতেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব

তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

আলী رضي الله عنه বলেন, 'আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভক্তিতে সীমা অতিক্রমকারী ভক্ত এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী বিদ্বেষী।' *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে। (অথবা ধ্বংস হোক!)" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)*

পূর্বোক্ত আলোচনার নিরিখে যদি পরবর্তী কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি বিচার করেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যা তিনি নিজেই পছন্দ করতেন না। যেহেতু তাতে আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং আল্লাহর তওহীদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

'তুই যা চাস্ তাই পাবি হেথায়,
আহ্‌মদ চান যদি হেসে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ২৬নং

লক্ষ্য করুন, এখানে মহানবী ﷺ-কে সাধারণ এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। অথচ সে এখতিয়ার কেবল মহান আল্লাহর।

*****

"আসিছেন হাবিবে খোদা, আরশ পাকে তাই উঠেছে শোর,
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ পানে যেমন চকোর।
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে,
তেমনি করে' হরষিত ফেরেশ্‌তা সব উঠলো গেয়ে,
'হের আজ আরশে আসেন মোদের নবী কম্‌লিওয়ালা।
দেখ সেই খুশীতে চাঁদসুরয আজ হ'ল দ্বিগুন আলা।।---
বারেক মুখে নিলে যার নাম
চিরতরে হয় দোজখ হারাম।"

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৩৪নং

লক্ষণীয় যে, মহানবী ﷺ-এর জন্মকে কেন্দ্র ক'রে এ কথা বলা কত বড় অতিরঞ্জন এবং আল্লাহর প্রতি কত বড় বেআদবী! তাছাড়া 'আজ আরশে আসেন মোদের নবী' বলে আহমাদ-আহাদে একাকার ঘটানো হয়েছে; যেমন পরবর্তী সংগীতগুলোতে গাওয়া হয়েছে,

'আহ্‌মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ্ মন।

আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৩৫নং

*****

'আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৩৯নং

'মর্‌হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল্ আরবী।
বাদশারও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী।
ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহমদ হ'য়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ্ লয়ে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৫১নং

এটি নিম্নোক্ত উর্দু কবিতার মত,

'ওহ জো মুস্তাবী আর্শ্ থা খোদা হো কর্,
উতর পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুস্তাফা হো কর্।' *- অজ্ঞাত*

জ্ঞানী পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এখানে কবি মুহাম্মাদকেই আল্লাহ বলতে চেয়েছেন। ওখানে বললেন, আল্লাহর পাশে তাঁর আসন। তারপর বললেন, তিনি আহাদে মিশে ছিলেন, অতঃপর আহমাদ হয়ে দুনিয়ায় এলেন। এখানে বলছেন, আরশ হতে মদীনায় নেমে এলেন; তাও আবার পথ ভুলে!!! কখনো বা সত্য-সিন্ধুতে ডুব দিয়ে তিনি সত্য-মুক্তা উদ্ধার করে বলেছেন, 'স্রষ্টারে খোঁজো- আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে?!' অর্থাৎ, মানুষই স্রষ্টা, মানুষই আল্লাহ!!! সুতরাং তাঁর আসল আকীদা যে কি, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। নাকি যে যা বিশ্বাস রাখে কবি তাকেই তাতে সমর্থন করেন। আর তার জন্যই কি তিনি শ্যামা-রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি বিষয়ক ভক্তিগীতও রচনা করেছেন? তাহলে 'ধর্মের চাঁই'কে আবার 'খোদ খোদার সেক্রেটারি' কেন বলেছেন? তাদের বিশ্বাসও তো তাঁর মতে সমর্থিত হওয়া দরকার; যেমন হয়েছেও অনেক কবিতায়। আর আল্লাহই ভালো জানেন তার মনের আসল খবর।

"আল্লাহ-রসূলের ইশকে দিওয়ানা কবি 'গান-হারাম' বাংলার নগরে-শহরে গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-পল্লীতে ঈমানী তাজাল্লীতে ভরা ইসলামী সংগীত দিয়ে যে অসংখ্য ইসলামী মহফিল বসিয়ে গেলেন", সেই বাংলার শিক্ষিত সমাজের ঈমানের অবস্থা সহজে অনুমেয়।

*****

'বেহেশ্‌ত পারে দূর আকাশে

তাঁহার আসন খোদার পাশে,
সে এতই প্রিয়, আপনি খোদা
লুকিয়ে তারে রাখে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৬১নং

মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা বহু উর্ধ্বে, তা বলে আল্লাহর পাশে নয়। কবির স্ববিরোধী মতে এখানে প্রকাশ পেয়েছে যে, 'যিনি আহাদ, তিনিই আহমাদ' নন। তবুও তাঁকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে আল্লাহর প্রতি বেআদবী করা হয়েছে।

'খোদার হবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে
ঝুঁকে প'ড়ে আর্শ কুর্শী, চাঁদ-সূরয তাঁয় দেখতে আসে।
ভেঙ্গে পড়ে মূরত মন্দির, লাত, মানাত,শয়তানী তখ্‌ত,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র উঠিছে তকবীর আকাশে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৭৯নং

মহানবী ﷺ-এর শুভজন্মকে ঘিরে এটি একটি কাল্পনিক ও খেয়ালী সংগীত-পোলাও।

*****

'তৌহীদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম।
ঐ নামেরই রশি ধ'রে যাই আল্লার পথে
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম, [৩]
ঐ নামের দামন ধরে আছি আমার কিসের ভয়,
ঐ নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়।
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশ্‌তী তাঞ্জাম।'[৪]

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১০৪নং

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের বাতি জ্বেলে 'লওহে মাহফূয' ও আল্লাহর আরশ দেখার খেয়াল একটি কল্পনামাত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর নামের যিক্র বা জপ করা যাবে না। তাঁর নাম মুখে নিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া যাবে না এবং তাঁর কদম মোবারকও বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দিতে পারবে না। যতক্ষণ না তাঁর প্রতি সঠিক ঈমান আনয়ন ক'রে তাঁর যথাসাধ্য আনুগত্য করা হয়েছে। কোথায় পাবেন তাঁর কদম মোবারক? তাঁর সেবা যদি করতে চান, তাহলে তাঁর সুন্নাহর উপর আমল করুন।

মহান আল্লাহ বলেন,

(3) অন্য স্থানে 'ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি আরশের মোকাম।'
(4) তাঞ্জাম ঃ সুসজ্জিত দোলনা।

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٣١) {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (٣٢) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না। *(সূরা আলে ইমরান ৩১-৩২ আয়াত)*

'নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল।।
পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোশ-নসীব উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল।।
আনিলেন যিনি খোদার কালাম,
তাঁর কদমে হাজার সালাম,
ফকীর দরবেশ জপি' সেই নাম
ঘর ছেড়ে হ'ল বাউল।।
জানি, উম্মত আমি গুনাহগার,
হ'ব তবু পুলসেরাত-পার!
আমার নবী হজরত আমার
কর মোনাজাত কবুল।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১২০নং

এই সংগীতে পাক আরশে আল্লাহর পাশে তাঁর নবীকে গৌরবময় আসনে বসিয়ে নেহাতই বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। বিনা দলীলে এমন কথা বলায় মহান আল্লাহর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। যেহেতু, আব্দ্ ও মা'বূদের আসন পাশাপাশি হতে পারে না। মহানবী ﷺ নিজে বলেন, 'আমি তাঁর আব্দ্ (দাস) ও রসূল (প্রেরিত পুরুষ)। মহান আল্লাহ বলেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

অর্থাৎ, কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ

করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। *(সূরা ফুরকান ১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ আরশে বসবেন না; বরং আরশের নীচে সিজদাবনত হবেন। কিয়ামতে লোকেরা সবাই সুপারিশের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা নবীর কাছে যাবে। তাঁরা একে একে সকলে ওযর পেশ করলে অবশেষে লোকেরা শেষনবী ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন তিনি চলে যাবেন এবং আরশের নীচে তাঁর প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য তাঁর হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত করে দেবেন, যেমন ইতিপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।' তখন শেষনবী ﷺ মাথা উঠিয়ে বলবেন, "আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!......" *(বুখারী-মুসলিম)*

'তহরীমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলে।
এল রে চির-চাওয়া, এল আখেরী-নবী
সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী।
নাজেল হয়ে সে-যে ইয়াকুত-রাঙা ঠোঁটে
শাহাদাতের বাণী আধো-আধো বোলে।'[5]

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১২৮-নং

*****

'মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল বেশে।
নীল রেশমী রূমাল বেঁধে চারু চাঁচর কেশে।
তাঁর রাঙ্গা পদতলে পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ-লাবণির ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে।
তার মুখে রহে চাহি মেষ-শিশু তৃণ ভুলি'
বিশ্বের শাহানশাহ আজ মাখে গোঠের ধুলি।
তাঁর চরণ-নখরে কোটি চাঁদ কেঁদে মরে,

([5]) অন্য স্থানে 'কচি মুখে শাহাদতের বাণী সে শুনায়।' *(নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১০৬নং)*

তাঁর ছায়া ক'রে চলে আকাশের মেঘ এসে।
কিশোর নবী গোঠে চলে---
তাঁর চরণ-ছোঁওয়ায় পথের পাথর মোম হয়ে যায় গ'লে।
তসলিম জানায় পাহাড়,
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারঙ্গী, আঙ্গুর, খর্জ্জুর পায়ে নজরানা দেয় হেসে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৫৭নং

'মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে।।
ওরে গোলাব নিরিবিলি
(বুঝি) নবীর কদম ছুঁয়েছিলি,
(তাই) তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজও তোর আতরে জাগে।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৬০নং

*****

'রাঙ্গা পিরহান প'রে শিশু নবী খেলেন পথে।
দেখে হুর-পরী সব লুকিয়ে বেহশ্‌ত' হতে।।
মোহনী সূরত বাঁকা
চাঁদে চন্দন মাখা,
নূরাণী রৌশন তাঁর চমকে দিনের আলোতে।।
নাচের তালে তালে
সোনার তাবিজ দোলে,
চরণ-তলে ধুলি কাঁদে মোহাম্মদ ব'লে।
নীল রেশমী রুমাল বাঁধা চাঁচর কেশে
রাঙ্গা সালওয়ার প'রে নাচে সে হেসে হেসে
খোদার আরশ টলে সে রূপ-সুধা-স্রোতে।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৭৪নং

'সাহারাতে ফুটল রে ফুল রঙিন গুলে লালা।......
ঝুঁকে প'ড়ে চুমে সে ফুল নীল গগন নিরালা।
সেই ফুলেরই রওশনীতে আরশ কুর্শী রওশন।
সেই ফুলেরই রঙ লেগে আজ ত্রিভুবন উজালা।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৮৫নং

*****

'শুনলে নবীর শিরীন জবান, দাউদ মাগিত মদদ।
ছিল নবীর নূর পেশানীতে, তাই ডুবল না কিশ্‌তী নূহের
পুড়ল না আগুনে হজরত ইবরাহিম সে নমরুদের,
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ ক'রে নবীর পদ।
দোজখ আমার হারাম হল
পিয়ে কোরানের শিরীন শহদ।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৮৮নং

'পানি কওসর
মণি জওহর
আনি' 'জিব্‌রাইল' আজ হরদম দানে গওহর,
টানি' 'মালিক-উল-মৌত্‌ জিঞ্জির - বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর'।
হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল' করে
উষর আরবে ভিঙা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইসরাফিল'র শিঙা!'

- বিষের বাঁশী ১৮পৃঃ

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত কবিতাগুলোতে শেষনবীর ব্যাপারে বড় অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

'ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।
সে ফুল যদি না ফুটিত,
কিছুই পয়দা না হইত-
না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল।
ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।' *- অজ্ঞাত*

উক্ত গজলে একটি মনগড়া হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মীলাদীরা মুখে আওড়ে থাকেন। আর তা হল, আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি যদি না হতে, তাহলে আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না।' অর্থাৎ, আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এটি ভক্তির আতিশয্যে রচিত একটি মিথ্যা রটনা। এ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ)

অর্থাৎ, আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ-এর তিরোধানকে কেন্দ্র ক'রে কবি লিখেছেন,

‘আকাশে ললাট হানি’ কাঁদিছে মরুভূমি,
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি।
তৃণ নাহি খায় উট, মেষ নাহি মাঠে যায়!
বিহগ-শাবক কাঁদে জননীরে ভুলি হায়!
বন্ধুর বিরহ কি সহিল না আল্লার,
তাই তাঁরে ডাকিয়া নিল কাছে আপনার।’

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৯১নং

‘পাতাল গহ্বরে কাঁদে জিন, পুনঃ ম’লো কি রে সোলেমান?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান?
কুল পাতা যত খ’সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা-স্নায়ু!
মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই
যেন রোজ হাশরের ময়দান, উন্মাদ সব ছুটে!
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম-টুটে!
নকীবের তুরী ফুৎকারী, আজ বোরোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খানখান করে চোট মারে দূরে চাঁদে?
আবুবকরের দরদর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েষার কাঁদনে ঘুরছে আসমানে তারা ডরে!
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘুর্ণির বেগে ছোরা,
বলে “আল্লার আজ ছাল তুলে নেবে মেরে তেগ, দেগে কোঁড়া!”.......
খোদ খোদা সে নির্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর!.......
‘খোদা, একি, তব অবিচার!.......’

- বিষের বাঁশী ২১-২৩পৃঃ

আশা করি শিক্ষিত তওহীদবাদী মুসলিমের কাছে এগুলির ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, এতে প্রেম ও ভক্তির আবেগে অতিরঞ্জন রয়েছে এবং সেই সাথে সর্বমহান ভক্তিভাজনের প্রতি বেআদবী করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে যা সত্য তা এই যে, তাঁর পরলোক গমনের খবর সাহাবাগণ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উমার رضي الله عنه বলেছিলেন, ‘আল্লাহর রসূল অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং যে মনে করে যে, তিনি মারা গেছেন, তিনি তার হাত-পা কেটে ফেলবেন!’ আর

তরবারি তুলে বলেছিলেন, ‘যে বলবে যে, তিনি মারা গেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।’

সুতরাং এই কথাটি নিয়ে আল্লাহর উপর এমন বেআদবীমূলক উক্তি লিখে একজন মান্যগণ্য সাহাবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফল অবশ্যই ভালো নয়।

*****

নবীর নামের জপ

ধ্যান করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। যিক্র ও স্মরণ হবে কেবল তাঁর নামের। জপা হবে কেবল তাঁরই নাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} (٨) سورة المزمل

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। *(সূরা মুয্যাম্মিল ৮ আয়াত)*

{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (٢٥) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়। *(সূরা দাহ্র ২৫ আয়াত)*

যিক্র এক প্রকার দুআ ও আহবান। আর মহান আল্লাহ তাঁকে ছাড়া অন্যকে অথবা তাঁর সাথে অন্যকে আহবান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (١٨) سورة الجن

অর্থাৎ, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। *(সূরা জ্বিন ১৮ আয়াত)*

সুতরাং আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নাম স্মরণ করলে বা জপলে শির্ক হয়।

মহানবী ﷺ আমাদেরকে আল্লাহর যিক্র শিখিয়েছেন। কেবল আল্লাহর নাম নিয়ে ‘আল্লাহ-আল্লাহ’ বলে যিক্র শিখাননি। বরং ‘আল্লাহ’ শব্দের আগে-পিছে অন্য শব্দ যোগ করে যিক্র শিখিয়েছেন। যেমন, ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার’ ইত্যাদি। তিনি বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র হল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’

কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ ইসলামের মূলমন্ত্র। যা পাঠ করলে মুসলমান হওয়া যায়। কিন্তু এই কালেমার যিক্র করা হয় না। যিক্র করতে হবে শুধু ‘লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে কোন যিক্র নেই। যিক্র নেই 'মুহাম্মাদ' বা অন্য কোন ফিরিশ্তা, নবী, জ্বিন, সাহাবী বা অলীর নাম নিয়ে। যেহেতু যিক্র একটি ইবাদত। আর তাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করলে শির্ক হয়ে যায়।

'আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম
খোদার নামের পরে জপে অবিরাম।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৬নং

'আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত।
ও নাম প্রাণের মিটায় পিয়াসা
আমার তমন্না আমার আশা,
আমার গৌরব আমার ভরসা......
আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশ্তা আর হুরী-পরী-জিন্'
ও নাম যদি আমার ধ্যানে রয়
পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়ত।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৭নং

'আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান
হৃদয়ে যা'র রয়।
খোদার সাথে হয়েছে তার
গোপন পরিচয়।......
মোর নবীজির বর-মালা
করেছে যা'র হৃদয় আলা,
বেহেশ্তের সে আশ রাখে না।
(তার) নাই দোজখে ভয়।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৮-নং

(নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি,
নবী নাম জপে যেজন সেই তো দু জাহানের ধনী।) - *অজ্ঞাত*

'আল্লা রসুল জপের গুণে কি হল দেখ চেয়ে।
(সদাই) ঈদের দিনের খুশীতে তোর পরাণ আছে ছেয়ে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ২৪নং

'বারেক মুখে নিলে যার নাম
চিরতরে হয় দোজখ হারাম।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৩৪নং

'তৌহীদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।
ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম,
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।
ঐ নামেরই রশি ধ'রে যাই আল্লার পথে
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম, [৬]
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।
ঐ নামের দামন ধরে আছি আমার কিসের ভয়,
ঐ নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়।
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশ্তী তাঞ্জাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১০৪নং

'মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে,
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে।
ওরে গোলাব নিরিবিলি
বুঝি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি
(তাই) তাঁর কদমের খোশবু আজও তোর আতরে জাগে।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৬০নং

'হে প্রিয় নবী, রসুল আমার!
পরেছি আভরণ নামেরই তোমার।।---
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম,
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম,
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে,
প্রেম ও ভক্তি মাখা তব নাম,
প্রিয় নাম আহমদ জপি আমি অনিবার।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৯৩নং

হে মদিনার নাইয়া! ভব-নদীর তুফান ভারী
কর মোরে পার।
তোমার দয়ায় ত'রে গেল লাখো গোণাহ্‌গার

([6]) অন্য স্থানে 'ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি আরশের মোকাম।'

পারের কড়ি নাই যে আমার হয়নি নামাজ রোজা।
আমি কূলে এসে বসে আছি নিয়ে পাপের বোঝা।
'পার কর য়্যা রসূল!' ব'লে কাঁদি জারে জার। [৭]
আমি তোমার নাম গেয়েছি শুধু কেঁদে সুবহ শাম
তরিবার মোর নাই ত' পুঁজি বিনা তোমার নাম।
আমি হাজারো বার দরিয়াতে ডুবে যদি মরি,
ছাড়ব না মোর পারের আশা তোমার চরণ-তরী,
দেখো সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদ্‌মতগার।

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৯৫নং

মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} (١٤) {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١٥) سورة الأعلى

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। *(সূরা আ'লা ১৪-১৫ আয়াত)*

সেদিন পারের জন্য কারো নাম, কারো চরণ বা কদম কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ ছাড়া পরিত্রাতা ও উদ্ধারকর্তা আর কেউ থাকবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا} (١٢٣) سورة النساء

অর্থাৎ, (শেষ পরিণতি) তোমাদের আশার উপর, আর না ঐশীগ্রন্থধারীদের মনস্কামনার উপর নির্ভর করে। (বরং) যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ভিন্ন সে তার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা নিসা ১২৩ আয়াত)*

{قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (١٧) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে কে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে? ওরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা আহযাব ১৭ আয়াত)*

না কোন নবী, না কোন পীর বা অলী। যেহেতু সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই।

---

[7] অন্য স্থানে 'য়্যা রসূল মোহাম্মদ! বলে কাঁদি বারে বার।'

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। *(সূরা ইনফিত্বার ১৯ আয়াত)*

নবীর নাম নয়, নবীর ভালবাসার কথা বলা যেতে পারে। এক ব্যক্তি এসে মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তার জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, কিছু না। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামতে তার সাথী হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

কিন্তু তাও শর্তহীন নয়। সঠিক ঈমান তথা আমল না থাকলে কেবল ভালবাসা কোন কাজের নয়।

تعصي الرسول وأنت تظهر حبه   هذا لعمري في الزمان بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته   إن المحب لمن يحب مطيع

অর্থাৎ, তুমি রাসূলের নাফরমানি করে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ কর। এটা তো সর্বযুগে এক অদ্ভুত ব্যাপার! তোমার ভালবাসা যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ যে যাকে ভালবাসে সে তার অনুগত হয়।

নারী-স্বাধীনতা

"পুরুষরা সব মসজিদে যায়
আমি ঘরে কাঁদি;
কে যেন কয় কানের কাছে,
'তুই যে আমার বাঁদী,
তাই ঘরে রাখি বাঁধি'।" *- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৫৬নং*

কি জানি, এখানে বক্তা স্বামী অথবা আল্লাহ? যদি আল্লাহ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এতে রয়েছে ব্যঙ্গোক্তি। আর যদি স্বামী উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই স্বামীর সে কথা বলা ভুল। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদ যেতে বাধা দিও না।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ)*

'হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে---
তুমি শুনিতে কি পাও?
আখেরী নবী প্রিয় আল-আরবী
বারেক ফিরে চাও।।
পিঁজরার পাখী সম অন্ধ কারায়

বন্ধ থাকি' এ জীবন কেটে যায় ;
চাহে প্রাণ ছুটে যেতে তব মদিনায়,
চরণের এই জিঞ্জীর খুলে দাও।।
ফতেমার মেয়েদের হেরি' আঁখি-নীর
বেহেশ্‌তে কেমন আছ তুমি থির ?
যেতে নারি মসজিদে শুনিয়া আজান,
বাহিরে ওয়াজ হয়, ঘরে কাঁদে প্রাণ,
ঝুটা এই বোরখার হোক্‌ অবসান,
আধাঁর হেরেমে আশা-আলোক দেখাও।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ১৯৮-নং

মক্কা-মদীনা যেতে, আযান শুনে মসজিদে যেতে, ওয়ায শুনতে যেতে কি ইসলাম বাধা দেয়? নাকি বোরকা বাধা দেয়? ঘরের ভিতরের জন্য তো আর বোরকা নয়। বোরকা তো বাইরে যাওয়ার জন্যই। তাহলে বোরকার সাথে কবির এত দুশমনি কেন? বোরকাই কি মুসলিম নারীকে পিছিয়ে রেখেছে? নাকি মুসলিম শাসকরাই ইসলাম, মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকেই পিছিয়ে রেখেছে?

যে আখেরী নবীর আহবানে সাড়া দিয়ে মা ফাতেমার অনুসরণ ক'রে যে মুসলিম রমণীরা বোরকা পরিধান ক'রে নিজেদের সৌন্দর্য পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন করে, তারা কি তাদের নবী বা ফাতেমাকে ঐ আবেদন জানাতে পারে?

ঐ শ্রেণীর প্রার্থনা শির্ক না হলেও তারা সে কথা বলতো না। কারণ তারা আল্লাহর দাসী। আর বোরকা পরে বাইরে যাওয়া যায়।

ঝুটা বোরকার অবসান হলেই কি মুসলিম রমণীদের মান বেড়ে যাবে? পর্দা তুলে দিলেই কি লক্ষ 'খালেদা' এসে যাবে? কৈ? যারা পর্দা মানে না, যারা আলোকপ্রাপ্তা, যারা হেরেমে বন্দিনী নয়, যারা আঁধার বোরকায় নিজেদেরকে ইয্যত-সম্ভ্রম গোপন করে না, তাদের মাঝে 'লক্ষ খালেদা'র আগমন কৈ?

সেই কুখ্যাত আতাঁ তুর্কীর দেশ, যার ইসলামী অনুশাসন ও পর্দা দেশ থেকে তুলে দেওয়ার জন্য কবি তার 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই' বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেখানে লক্ষ খালেদার আগমন কৈ?

হেরেমে বন্দিনী কেউ থাকবে না, কেউ তাকে বন্দিনী করে রাখতেও পারে না। বরং বোরকা ও পর্দার সাথে সে হেরেমের বাইরে গিয়েও যথাযোগ্য কাজকর্ম করতে পারে। বোরকার ভিতরে থেকেই সে শিক্ষার সর্বশেষ ডিগ্রী লাভ করতে পারে। তাহলে বোরকা ঝুটা হল কিভাবে? নাকি দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ-ব্যবস্থা ঝুটা?

'বারো বছরের বালিকা লায়লা ওহাবীর দলপতি,
মোদের সকীনা জাহানারা যেন ধৈর্য্য মুর্ত্তিমতী,
সে গৌরবের গোর হ'য়ে গেছে আঁধারের বোরকায়।।
আঁধার হেরেমে বন্দিনী হ'ল সহসা আলোর মেয়ে,
সেই দিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।।'

- নজরুল ইসলামী সংগীত ৮-১নং

'আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!'

- সঞ্চিতা ৮-১পৃঃ

পর্দা নারীর শিকল, অলঙ্কার ও পর্দা দাসীর চিহ্ন!

সত্যিই পর্দা হল দাসীর চিহ্ন। আল্লাহর দাসীর চিহ্ন। অর্থ, বিলাস, রূপ-যৌবন ও দুনিয়ার দাসীর চিহ্ন নয়। শেষোক্ত দাসীর চিহ্ন হল পর্দাহীনতা। নগ্নতা ও অর্ধনগ্নতা। নিজের দেহে পরপুরুষের সামনে আলোকপ্রাপ্তি। আর কুরআন বলে,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, ক্রীতদাসীরা বেপর্দা ছিল। স্বাধীন মহিলারা বেপর্দায় থাকার ফলে কোন কোন লম্পট তাদেরকে কারো দাসী মনে করে উত্যক্ত করত। সুতরাং তাদেরকে চেনার জন্য আল্লাহর নির্দেশ এল, হে মুসলিম স্বাধীন মহিলারা! তোমরা পর্দা কর।

আজও দেখা যায় যে, বোরকা-পরিহিতা মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, পক্ষান্তরে আলোকপ্রাপ্তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করা হয়।

'নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নরসম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,

আঁধার রাতির বোর্খা উতারি' এনেছি আশার ভাতি।
আমরা সেই সে জাতি।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১১৮-নং

'বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে নাক' তারা কোরানের বাণী --- সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে,
নারীদের বেলা গুম্ হ'য়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে!
দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেক্দের চুরি,
মসজিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি!
আমি জানি মাগো আলোকের লাগি' তব এই অভিযান
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ!
গোলা-গুলি নাই, গালা-গালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,
বোঝে নাক' থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে!
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হ'য়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে!'

- সঞ্চিতা ১৮-১পৃঃ

'বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমতে বারোমাস!'

এ কথা অবশ্যই সত্য। যদিও একজন কবির পক্ষে এ দাবী শোভা পায় না। কারণ, তিনি কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের সবকিছুই যে ঘেঁটে ফেলেছেন, তা দাবী করতে পারেন না। অবশ্য তিনি কোন বড় আলেমের কাছে জেনে এ দাবী করতে পারেন।

কিন্তু পরবর্তী দাবী সঠিক নয়। নর ও নারী সমান নয়। না সৃষ্টিগত দিক থেকে, আর না শরীয়তগত দিক থেকে। সে কথা পরে (৯০ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ধর্ম-ব্যবসায়ী আছে, কিন্তু আমভাবে এই কথা বলায় উলামাদের প্রতি অতীব অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে কবির বাগ্ধারায়।

অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন বড় বড় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে তোড়া তোড়া ফুল হয়ে আপনার পায়ে বর্ষণ হবে, বহু ধর্মহীন মানুষের সাবাশী পাবেন, বহু ধর্মদ্রোহী মানুষের হাততালি পাবেন, বহু ইসলাম-দুশমনদের নিকটে রাজপুরস্কার পাবেন, প্রয়োজনে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবেন, কত অমুসলিম অথবা নামধারী মুসলিম নেতা

শত খুশীর সাথে আপনাকে সরগরম সুস্বাগতম জানাবে। অবশ্যই অবশ্যই। কেননা, আপনি মুসলিম উলামা ও ইসলামের ঐতিহ্যকে গালি দিয়েছেন, ইসলামের বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন।

এ জগতে প্রসিদ্ধ হওয়ার একটা ভালো বুদ্ধি আছে; ইসলামের বিরুদ্ধে বই লিখুন, কুরআন বা নবীর বিরুদ্ধে কিছু লিখুন, মুসলিম মনীষীদেরকে গালাগালি করুন, ইসলামী আদর্শ নিয়ে উপহাস করুন। বাস্! তাহলেই আগামী কাল থেকে সমস্ত প্রচার-মাধ্যমে আপনি নাম্বার ওয়ান; জিরো থেকে হিরো। পশ্চিম থেকে ভিসা আসবে, পূর্ব থেকে প্লেনের টিকিট আসবে, আমেরিকা থেকে গ্রিন কার্ড আসবে। আবার কি চাই? শুনো ধর্মের চাঁই, এটাই আমরা চাই। তোমরা হুমকি দিলে রাজকেল্লা আমাদের ঠাঁই। তোমরা গালি দিলে, কাফের বা মুর্তাদ বললে সেটাই আমাদের প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভের প্রধান উপায়। ফুল হয়ে ফুটে উঠবে আমাদের কবরের বিছানায়।

কিন্তু কুরআন-হাদীস ও বড় বড় উলামাদের ফতোয়া মতে সত্যসত্যই যদি আপনার ফতোয়া ভুল হয়, তাহলে 'যত ভুল হোক ফুল' তা তো হবে না। বরং অভিশাপ হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সাপের মত দংশন করতে থাকবে। আর আল্লাহই ভালো জানেন, কার কি অবস্থা। তিনিই সঠিক হিসাব গ্রহণকারী।

গালাগালিতে কবিই বা কম কোথায়? হামবড়া, ভাতমারা, ধর্মের চাঁই, গুমরাহ চোর, ব্যবসাদার, আরো কত কি? এই সব গালির উদ্দেশ্য যদি বিশেষ শ্রেণীর আলেম-উলামা হন, তাহলে ভিন্ন কথা। নচেৎ আমভাবে উদ্দেশ্য যদি ইসলামের সকল আলেম-উলামা হয়, তাহলে তার বিচার পাঠক আপনি নিজেই করবেন। আর আসল বিচার তো বিচারের দিন।

নারী-পুরুষ সমান নয়

'সাম্যের গান গাই---
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।' *- সঞ্চিতা ৭৮-পৃঃ*

ইসলাম যদিও নারীর উপর কোন পীড়ন আনেনি তবুও ঐ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের পর্দার বিধানকে নারীর জন্য অবরোধ-প্রথা মনে করে দ্বীনের উপর বাক্তরবারির আঘাত চালান। এঁদের ধারণা হল, ইসলামে নারী হল নরের দাসী। মুসলিম পরিবেশে নারীদেরকে হেরেম কারাগারে বন্দিনী করে রাখা হয়! অবশ্য এ হল কোন কোন বাহ্যিক পরিবেশের অবস্থা দর্শনের পর সীমিত ও সংকীর্ণ জাগতিক

দৃষ্টিভঙ্গির ফল। আর উক্ত দাবীর ফলেই কবির এ কথা সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে,

'পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর।
সে যুগ হ'য়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে,
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই ---
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।'

- সঞ্চিতা ৮০পৃঃ

আজ সর্বক্ষেত্রে নারী ও নারীবাদীরা পুরুষের মত সমান অধিকার দাবী করছে। তাদের বুলি হল, 'নারী পুরুষ সমান-সমান, আছে যে তার অনেক প্রমাণ।'

ভাবতে অবাক লাগে যে, তারা এমন অধিকার দাবী করে বসে, যাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি থাকে। আমেরিকার কিছু মহিলা সৈনিক দাবী জানায় যে, বৈষম্য না রেখে পুরুষ সৈনিকদের মত তাদেরকেও মাথা নেড়া করতে অনুমতি দেওয়া হোক! কেউ চায় পুরুষদের মত প্যান্ট্ পরে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে, পুরুষদের মত খালি গায়ে থাকতে! গরমে পুরুষরা খালি গায়ে মেয়েদের সামনে হাওয়া খাবে, অথচ মেয়েরা পুরুষদের সামনে খালি গায়ে হাওয়া খেতে পারবে না কেন? অনেকে কার্যক্ষেত্রে সমান অধিকার নিতে গিয়ে বন্ধুত্ব ও অবাধ স্বাধীনতায় সমান অধিকার দাবী করে। পুরুষ যে কাজ করবে সে কাজ নারী করবে না কেন? নারীদেরকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয় তা তারা একা ভোগ করবে কেন? পুরুষদেরকেও তাতে ভাগী হতে হবে। আর পরিশেষে হয়তো সম্ভব হলে এ দাবীও উঠবে যে, প্রথম সন্তান যদি স্ত্রী প্রসব করে তাহলে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করতে হবে স্বামীকে!

অথচ বাস্তব এই যে, নর ও নারী সমান নয়। না সৃষ্টিগত দিক থেকে, আর না শরীয়তগত দিক থেকে।

ইসলাম নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে, পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়নি।

সৃষ্টিকর্তা নারী-পুরুষ সকলকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন ইনসাফের সাথে। তিনি নারীর উপর নরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর এ কথাও স্পষ্ট ঘোষণায় বলে দিয়েছেন যে,

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

অর্থাৎ, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহরই নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(সূরা নিসা ৩২ আয়াত)*

নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য

সৃষ্টি ও দেহগত দিক থেকে নারী দুর্বল।

শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতেই নয় বরং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও নারী ও পুরুষ এক অপরের সমকক্ষ নয়। দৈহিক ও প্রকৃতিগত বহু পার্থক্য রয়েছে নারী-পুরুষের মাঝে। যেমন, পুরুষরা নারীদের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশি লম্বা, ২০ ভাগ বেশি ভারী এবং ৩০ ভাগ বেশী শক্তিশালী। পুরুষ এবং মহিলা একই খাদ্য খেলে নারীদের পক্ষে তা হজম করতে বেশি সময় লাগে। নারীদের ব্যথার অনুভূতি অনেক তীব্র। মানসিক দিক দিয়ে নারীদের পক্ষে বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। মস্তিষ্কের উপর হরমনের প্রতিক্রিয়াও মহিলা এবং পুরুষ ভেদে যথেষ্ট আলাদা। মানুষের মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী 'সেরেটনী' নামক রাসায়নিক পদার্থ নারীদের দেহে কম তৈরী হয়। যার ফলে নারীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া পুরুষদের তুলনায় তীব্র। সে জন্যই বাইরের ঘটনার প্রতি নারীদের প্রতিক্রিয়া অনেক প্রবল। হার্ট এ্যাটাকের ফলে পুরুষদের মারা যায় শতকরা ২৪ জন এবং মহিলাদের মৃত্যুর সংখ্যা হল ৪২। বেশি বয়সের নারীদের হাড় দুর্বল হয়। তাদের হাড়ের ওজনও পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এমনকি তাদের মাংসপেশী কম জোরালো এবং তার ওজনও কম।

মোটকথা, আন্দোলনের ফলে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নারীবাদীদের নিকট অংশতঃ স্বীকৃত হলেও প্রাকৃতিক দিক দিয়ে পুরুষ পুরুষ এবং নারী নারীই। তারা সমান হতে পারছে না। হয়তো কোন কালে পারবেও না। *(বিবিসির প্রতিবেদন)*

প্রকৃতিগতভাবে নারী সাজসজ্জা, প্রসাধন ও অলঙ্কার পছন্দ করে। পুরুষের তুলনায় নারী নিজ দেহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে অনেক বেশী।

যেমন নারী তর্কবিতর্কের সময় মনের ভাব সঠিকরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়।

এই প্রকৃতির কথা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (١٨) سورة الزخرف

অর্থাৎ, ওরা কি আল্লাহর প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট যুক্তি দানে অসমর্থ। *(সূরা যুখরুফ ১৮ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে মহিলাদের দু'টি গুণ বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম এই যে, এদের লালন-পালন হয় অলংকারে ও সাজ-সজ্জায়। অর্থাৎ, সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথেই সুন্দর ও মনোরম জিনিসের প্রতি তাদের মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় (এবং নিজ দেহের সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর তাদের ভরণ-পোষণ করতে হয় পুরুষকে)। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যাদের অবস্থা হল এই, তারা তো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারও ঠিক করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আর দ্বিতীয় এই যে, যদি কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক হয়ে যায়, তবে তারা না তাদের কথা (প্রকৃতিগত পর্দা; কোমলতা ও লজ্জাশীলতার কারণে) ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারে, আর না বিপক্ষের দলীলাদির খন্ডন করতে পারে।

এই হল মহিলাদের দু'টি স্বভাবগত দুর্বলতা; যার কারণে তাদের উপর পুরুষদের একধাপ বেশী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বাপর বাগধারা থেকেও এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা পরিষ্কার হয়। কারণ, আলোচনা এই ব্যাপারেই হচ্ছে। অর্থাৎ, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে স্বভাবগত এই তফাতের কারণেই মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্মকে বেশী পছন্দ করা হয়। *(তফসীর আহসানুল বায়ান)*

নারী-পুরুষের মাঝে শরয়ী পার্থক্য

কিছু বিষয় আছে, যাতে নারী-পুরুষ সমান। সাধারণভাবে মানবতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মতই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (٧٠) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। *(সূরা ইসরা ৭০ আয়াত)*

বরং অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন নারী কোন কোন পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

মুসলিম ও আমলের ভার ও প্রতিদান হিসাবে উভয়েই একে অন্যের মত। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} (١٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি (খেজুরের আঁটির পিঠে কালো) বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। *(সূরা নিসা ১২৪ আয়াত)*

{مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} (٤٠) سورة غافر

অর্থাৎ, কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে অপরিমিত রুযী দান করা হবে। *(সূরা মু'মিন ৪০ আয়াত)*

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩٧) سورة النحل

অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। *(সূরা নাহল ৯৭ আয়াত)*

{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} (١٩٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা পরস্পর সমান। *(সূরা আলে ইমরান ১৯৫ আয়াত)*

শরীয়তের যাবতীয় আহকামে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান; যদি না পৃথক হওয়ার ব্যাপারে পৃথক কোন দলীল থাকে। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় মহিলাগণ পুরুষদের মতই।' *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

দাম্পত্য জীবনে একে-অপরের পোষাক স্বরূপ, একে-অন্যের শান্তি স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

{ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ }

অর্থাৎ, তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। *(সূরা বক্বারাহ ১৮৭ আয়াত)*

সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়-বিচার পাওয়ার অধিকারে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। মহান আল্লাহ জীবন্ত-প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তাকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হয়েছে? *(সূরা তাকভীর ৮-৯ আয়াত)*

তিনি মহিলার প্রতি অন্যায় ও কোন প্রকারের যুলুম করতে নিষেধ করেছেন।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি করে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা দিও না; যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার (বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নিষেধ করেছেন তার প্রতি কোন প্রকার মিথ্যা অপবাদ দিতে।

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) سورة النــور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের

সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। *(সূরা নূর ৪ আয়াত)*

{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٢٣) سورة النــور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী নিরীহ ও বিশ্বাসিনী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। *(ঐ ২৩ আয়াত)*

শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের অধিকার সমান। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (١١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(সূরা মুজাদালাহ ১১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, 'ইল্ম অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারী)র উপর ফরয।' *(ত্বাবারানী)*

এই সমতা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা পুরুষকে মর্যাদায় বড় করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে নারী থেকে পুরুষকে পৃথক করেছেন। যথা ঃ-

১। পুরুষদের মধ্যে নবুঅত ছিল, কোন মহিলা নবী হননি ঃ

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}

{وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, তোমার পূর্বে পুরুষদেরকেই আমি (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি; যাদের নিকট আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। *(সূরা নাহল ৪৩, সূরা আম্বিয়া ৭ আয়াত)*

২। পুরুষ নারীর কর্তা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

৩। পরিবারের আদবদান আছে পুরুষের হাতে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্‌তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০৭ নং)*

যেমন সর্বশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীকে মারার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (٣٤) سورة النساء

অর্থাৎ, স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার তোমরা আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ, সুমহান। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

৪। পুরুষ দ্বীনদারীতে বেশী ও পরিপূর্ণ ; নারী অসম্পূর্ণ ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "পুরুষদের মধ্যে অনেকে কামেল (পরিপূর্ণ) হয়েছে; কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কামেল (পরিপূর্ণ) হয়েছে কেবল মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।" *(বুখারী, মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি?' তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" *(মুসলিম)*

পরন্তু এই ঋতু অবস্থায় মহিলার মানসিক যে অবস্থা থাকে, তাতে তার অস্বাভাবিক

পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যে পরিস্থিতি সাধারণতঃ পুরুষদের হয় না।

৫। নারীর তুলনায় পুরুষের জ্ঞান বেশী ঃ

বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করে যে, মহিলার মস্তিষ্কের চাইতে পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ও আকার বড় এবং তার কুন্ডলীও বেশী।

যেমন এ কথা পূর্বোক্ত হাদীসেও স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬। দুই জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যর সমান ঃ

পূর্বোক্ত হাদীসে এ কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে মহিলার সাক্ষ্য অর্ধ সাক্ষ্য মানা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও। আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন -সেইরূপ লিখতে কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশ-কম না করে। অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখায়। আর তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর; যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮২ আয়াত)*

৭। মহিলার উপর জিহাদ ফরয নয় ঃ

এ ব্যাপারে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয? উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এমন জিহাদ যাতে কোন যুদ্ধ নেই; হজ্জ ও উমরাহ।" *(ইবনে মাজাহ)*

৮। মহিলা রাষ্ট্রনেতা হতে পারে না ঃ

মহানবী ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসীগণ তাদের রাজক্ষমতা 'কিসরা' (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি বললেন, "সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।" *(বুখারী ৪৪২৫নং)*

৯। দণ্ডদান, বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য অচল ঃ

১০। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলার মীরাস পুরুষের অর্ধেক ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (١١) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। *(সূরা নিসা ১১ আয়াত)*

{وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١٧٦) سورة النساء

অর্থাৎ, যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। *(ঐ ১৭৬ আয়াত)*

কিন্তু এমনও অবস্থা আছে, যাতে মহিলা সমমানের পুরুষের সমান বা তার থেকে বেশী অংশ পায়।

১১। মহিলার মুক্তিপণ পুরুষের অর্ধেক ঃ

এ ব্যাপারে সাহাবা ﷺ কর্তৃক আমল বর্ণিত আছে। *(ইরওয়াউল গালীল ৭/৩০৬-৩০৭)*

১২। শিশুপুত্রের প্রস্রাবের তুলনায় শিশুকন্যার প্রস্রাবে অপবিত্রতা বেশী ঃ

কেবল দুধ পান করে এমন শিশুপুত্র যদি কাপড়ে পেশাব করে দেয়, তাহলে তার উপর পানির ছিটা মেরে এবং না ধুয়ে তাতেই নামায হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকন্যার পেশাব হয় অথবা দুধ ছাড়া অন্য খাবারও খায় এমন শিশু হয়, তাহলে তার পেশাব কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে। নচেৎ নামায হবে না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯৭, ৫০২, আবূ দাউদ ৩৭৭-৩৭৯ নং)*

১৩। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের খতনার গুরুত্ব বেশী ঃ

ছেলেদের খতনা করা জরুরী। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

১৪। বিবাহিতা মহিলা সাজসজ্জায় রঙ ব্যবহার করতে পারে, পুরুষ নয়।

১৫। মহিলা ও পুরুষের সুগন্ধি এক নয় ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "পুরুষের (শ্রেষ্ঠ) সুগন্ধি, যাতে রঙ থাকে না। আর মহিলার (শ্রেষ্ঠ) সুগন্ধি যাতে রঙ থাকে; কিন্তু সুগন্ধি গুপ্ত থাকে।" *(তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি।" *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

'খালূক' জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১৬। মহিলা মসজিদে গেলেও সেন্ট্ ব্যবহার করতে পারে না ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৪৫৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১ নং)*

১৭। সোনা ও রেশম ব্যবহার মহিলার জন্য বৈধ, পুরুষের জন্য অবৈধ ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "সোনা ও রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৪১নং)*

১৮। নারী-পুরুষের পোশাক এক নয় ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "গাঁটের নিচের অংশ লুঙ্গির (অঙ্গ) জাহান্নামে।" *(বুখারী, মিশকাত ৪৩১৪নং)* "মু'মিনের লুঙ্গি পায়ের অর্ধেক রলা পর্যন্ত। এই (অর্ধেক রলা) থেকে গাঁট পর্যন্ত অংশের যে কোনও জায়গায় হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এর নিচের অংশ দোযখে যাবে।" এরূপ ৩ বার বলে তিনি পুনরায় বললেন, "আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৩১)*

পক্ষান্তরে মহিলাকে পায়ের পাতা-ঢাকা লেবাস পরতে হবে।

মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।" *(আবূ দাউদ ৪০৯৭, ইবনে মাজাহ ১৯০৪নং)*

তিনি সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে মহিলার মত লেবাস পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মত লেবাস পরে। *(আবূ দাঊদ ৪০৯৮, ইবনে মাজাহ ১৯০৩নং)*

১৮। নারী-পুরুষের গোপনীয় অঙ্গ এক নয়ঃ

মহিলার সৌন্দর্যের ব্যাপারে বলেন,

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

অর্থাৎ, তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা হল গোপনীয় জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।" *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২নং)*

২০। জামাআত সহকারে নামায ওয়াজেব পুরুষদের জন্য ; মহিলার নামায বাড়ির ভিতরেই উত্তমঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভিতরের কক্ষ।" *(আহমাদ, হাকেম ১/২০৯, বাইহাক্বী, সজাঃ ৩৩২৭নং)*

তিনি বলেন, "মহিলা স্বগৃহে থেকে তার রবের অধিক নিকটবর্তী থাকে।" *(ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "মহিলা তার ঘরে থেকে রবের ইবাদত করার মত ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৪২নং)*

তিনি মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমাদের খাস কক্ষের নামায সাধারণ কক্ষে নামায অপেক্ষা উত্তম, তোমাদের সাধারণ কক্ষের নামায বাড়ির ভিতরে কোন জায়গায় নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের বাড়ির ভিতরের নামায মসজিদে জামাআতে নামায অপেক্ষা উত্তম।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৩৮৪৪নং)*

২১। জুমআর নামায ফরয পুরুষদের জন্যঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জামাআত সহকারে জুমআহ ফরয। অবশ্য ৪ ব্যক্তির জন্য ফরয নয়; ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ।" *(আবূ দাঊদ ১০৬৭নং)*

২২। ইমামতি করবে পুরুষঃ

জামাআতে নারী-পুরুষ থাকলে ইমামতি করবে পুরুষ। কোন পুরুষের ইমামতি

মহিলা করতে পারে না। অবশ্য মহিলা মহিলা জামাআতের ইমামতি করতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে সে কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে।

২৩। মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতার শেষ কাতারঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।" *(আহমাদ, মুসলিম ৪৪০, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১০৯২নং)*

২৪। বেগানা পুরুষ আশে-পাশে থাকলে (জেহরী নামাযে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বে না। যেমন সে পূর্ণাঙ্গ পর্দার সাথে নামায পড়বে। তাছাড়া একাকিনী হলেও তার লেবাসে বিভিন্ন পার্থক্য আছে।

২৫। ইমামের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহিলা পুরুষের মত 'সুবহা-নাল্লাহ' না বলে হাততালি দেবে।

২৬। মহিলা মাথার চুল বেঁধে নামায পড়তে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে নাঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি (আমরা) আদিষ্ট হয়েছি যে, (রুকূ ও সিজদার সময়) যেন পরিহিত কাপড় ও চুল না গুটাই।" *(বুখারী, মুসলিম)*

এক ব্যক্তি তার মাথার লম্বা চুল পিছন দিকে বেঁধে রাখা অবস্থায় নামায পড়লে তিনি বলেন, "এ তো সেই ব্যক্তির মত, যে তার উভয় হাত বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ে।" *(মুসলিম ৪৯২, আবূ দাঊদ, ৬৪৭নং, নাসাঈ, দারেমী, আহমাদ ১/৩০৪)* তিনি চুলের ঐ বাঁধনকে শয়তান বসার জায়গা বলে মন্তব্য করেছেন। *(আবূ দাঊদ ৬৪৬ নং, তিরমিযী)*

ইবনুল আষীর বলেন, 'লম্বা চুল খোলা অবস্থায় থাকলে সিজদাহ অবস্থায় সেগুলিও মাটিতে পড়ে যাবে। ফলে সিজদাহকারীকে ঐ চুলের সিজদাহ করার সওয়াব দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বাঁধা বা গাঁথা থাকলে সেগুলো সিজদায় পড়তে পারবে না। তাই বাঁধতে নিষেধ করা হয়েছে।' *(নাইলুল আওত্বার ২/৩৪০)*

আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, 'মনে হয় এ বিধান কেবল পুরুষদের জন্যই, মহিলাদের জন্য নয়। ইবনুল আরাবী থেকে এ কথা উদ্ধৃত করে শওকানী তাই বলেন।' *(সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪৩পৃঃ)* কারণ, মেয়েদের চুল থাকবে বাঁধা ও কাপড়ের পর্দার ভিতরে। যা বের হলে মহিলার নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। *(নাইলুল আওত্বার ২/৩৪০)*

২৭। জানাযায় ইমামের সামনে মহিলার লাশ থাকবে পুরুষের পরেঃ

২৮। মহিলা লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে ইমাম পুরুষের মাথা বরাবরঃ

২৯। মহিলার জন্য জানাযার অনুগমন বৈধ নয়ঃ

যেহেতু মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে জানাযায় অনুগমন করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

৩০। মহিলার জন্য কবর যিয়ারত বিধেয় নয়ঃ

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, "অধিক কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৫৭৬নং, ইবনে হিব্বান, আহমাদ ২/৩৩৭, ৩৫৬)*

৩১। মহিলা নিজের মালের যাকাত স্বামীকে দিতে পারে; পুরুষ তার মালের যাকাত স্ত্রীকে দিতে পারে নাঃ

যেহেতু স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর উপর ওয়াজেব; এর বিপরীত নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়।" যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ-এর নিকট এসে বললাম, 'আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব?' ইবনে মাসউদ ؓ বললেন, 'বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এস।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তাঁর দরজায় আরোও একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ভাবগম্ভীরতা দান করা হয়েছিল। (তাঁকে সকলেই ভয় করত।) ইতিমধ্যে বিলাল ؓ-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, 'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলুন, দরজার কাছে দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর আমরা কে, সে কথা জানাবেন না।' তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তারা কে?" বিলাল ؓ বললেন, 'এক আনসারী মহিলা ও যায়নাব।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ যায়নাব?" বিলাল ؓ উত্তর দিলেন, 'আব্দুল্লাহর স্ত্রী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং সাদকাহ করার সওয়াব।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৩২। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারে নাঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে

রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আহমাদ ২/২৪৫, ৩১৬, বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "স্বামী বর্তমান থাকলে তার বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। আর স্ত্রী যেন স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে তার ঘর প্রবেশের অনুমতি না দেয়।?"

৩৩। মহিলারা যে কোন লেবাসেই হজ্জ-উমরার ইহরাম বাঁধতে পারে।

৩৪। মহিলাদের জন্য তওয়াফ ও সাঈতে 'রম্‌ল' নেইঃ

'রম্‌ল' হল ছোট পদক্ষেপের সাথে শীঘ্র (কুচকাওয়াজী) চলা। নির্দিষ্ট তওয়াফে ও সাঈর নির্দিষ্ট জায়গাতে পুরুষদের সামনে মহিলা এভাবে চলতে পারে না।

৩৫। মহিলার জন্য মাথা নেড়া বৈধ নয়।

৩৬। ছেলের আকীকা দুটি ও মেয়ের একটি।

৩৭। জিহাদে মহিলা হত্যা বৈধ নয়ঃ

মহিলা যদি যোদ্ধা না হয়, তাহলে শত্রুপক্ষের মহিলা বলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।

৩৮। মহিলার উপর জিযিয়া নেই।

৩৯। পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মহিলার বিবাহ বৈধ নয়ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, সুতরাং তারা (প্রকাশ্যে) ব্যভিচারিণী অথবা (গোপনে) উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্রা হলে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ কর। *(সূরা নিসা ২৫ আয়াত)*

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}

অর্থাৎ, অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসিনী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের কন্যার বিবাহ দিও না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। *(সূরা বাক্বারাহ ২২১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

৪০। পুরুষ (একই সময়ে) চারটি বিবাহ করতে পারে, মহিলা একটির বেশী নয়ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}

অর্থাৎ, তোমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। *(সূরা নিসা ৩ আয়াত)*

৪১। পুরুষ আহলে কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করতে পারে, মহিলা তাদের পুরুষকে বিবাহ করতে পারে নাঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিষ বৈধ করা হল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান করে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা মায়েদাহ ৫ আয়াত)*

৪২। তালাক আছে পুরুষের হাতে, মহিলার হাতে নয়ঃ

তা না হলে খুব সহজে তালাক হত। আদনা কথায় নাকে কেঁদেই বলে বসত, তোমাকে তালাক! অবশ্য মহিলা বিধিমত তালাক নিতে পারে।

৪৩। মহিলার ইদ্দত আছে পুরুষের নেইঃ

তালাক হলে অথবা স্বামী মারা গেলে মহিলাকে ইদ্দত পালন করতে হয়। কোন সময় এক মাস বা মাসিক অথবা তিন মাস বা মাসিক, কোন সময় গর্ভকাল অথবা চার মাস দশ দিন পালন করতে হয়। তার আগে ইচ্ছা করলে কোন মহিলা পুনর্বিবাহ করতে পারে না।

অবশ্য কোন কোন পুরুষকে তার স্ত্রীর ইদ্দত পরিমাণ সময় অপেক্ষা করতে হয়। যেমন স্ত্রীর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে পঞ্চমজনকে অথবা স্ত্রীর বোন, খালা বা বোনঝি, ফুফু বা ভাইঝিকে বিবাহ করতে পারে না।

৪৪। শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব মহিলার, পুরুষ এ দায়িত্ব পাবে না।

৪৫। মহিলার একাকিনী সফর বৈধ নয়ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন মহিলার জন্য মাহরাম (এগানা) ছাড়া একাকিনী এক দিন ও রাত সফর করা বৈধ নয়।" *(বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯নং)*

এ ছাড়া আরো অন্য সকল পার্থক্য মহান সৃষ্টিকর্তা সূচিত করেছেন। পুরুষকে মহিলার উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তা বলে নারীর মর্যাদা ছোট করেননি। ঈমান ও আমল অনুযায়ী তার মর্যাদা যথাস্থানে সুরক্ষিত। আর সেই জন্য অপরের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষা, হিংসা ও লোভ করতে নিষেধ করে বলেছেন,

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

অর্থাৎ, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীগণ যা অর্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(সূরা নিসা ৩২ আয়াত)*

একদা উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! পুরুষরা জিহাদ করে, আর আমরা করি না, আমরা শহীদ হতেও পারি না। আবার আমাদের মীরাসও অর্ধেক!?' এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ নিজ হিকমত ও ইচ্ছায় উভয় জাতির জন্য পুরস্কার, শাস্তি ও

পার্থিব অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে যেন কেউ কারো বেশী অংশ দেখে লালসা বা হিংসা না করে। *(ফাতহুল ক্বাদীর২/১৩৪)*

মর্যাদার দিক থেকে স্বামীর কাছে স্ত্রী ও পিতার কাছে কন্যা ছোট। যেমন বড় বোনের কাছে ছোট বোন মর্যাদায় ছোট। পুরুষরা যেমন আপোসে মর্যাদায় সমান নয়, নারীরাও তেমনি আপোসে মর্যাদায় সকলে সমান নয়, অনুরূপই আমভাবে নারী ও পুরুষ আপোষে মর্যাদায় এক সমান নয়। আর এ কথা মেনে নিতে অসুবিধা কি?

পক্ষান্তরে নারীকে ছোট করা হয়নি। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা নারীর তুলনায় পুরুষকে মর্যাদায় এক ধাপ বড় করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছু মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৮ আয়াত)*

ইসলামে 'মা' হিসাবে নারীর মর্যাদাকে উন্নত করা হয়েছে। আর সেই নারীর পায়ের তলায় পুরুষের বেহেশ্ত রাখা হয়েছে।

একদা জাহেমাহ ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮-নং)*

নারীকে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, **"তোমার মা।"** সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, **"তোমার মা।"** সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, **"তোমার মা।"** সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার বাপ। "

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'হে আল্লাহর রসূল! সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অতএব বিশ্বের যত বড়ই মহাপুরুষ হন, তাঁর **'মা'** তাঁর নিকট বড়।

নারী হল অর্ধ সমাজ। আর বাকী অর্ধকে ভূমিষ্ঠ করেছে নারী। সুতরাং নারীই হল পূর্ণ সমাজ। পুরুষ রাজা হলেও, নারী হল রাজমাতা, রাজরানী ও রাজকন্যা। এটা কি

তার গর্বের বিষয় নয়?

এর বিপরীত পুরুষের মত বাড়ির বাইরে, মাঠে-ঘাটে, কল-কারখানায়, পাহাড়ে-পাথরে কাজ করেও কি তার গর্ব থাকতে পারে?

পুরুষের মত খালি গায়ে থেকে ও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেও কি তার গর্ব হতে পারে?

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বহু হতভাগা পুরুষ আছে, যারা মায়ের মর্যাদা দেয় না, স্ত্রীর মূল্যায়ন করে না এবং কন্যার যথার্থ কদর করে না। তারা আঘাত দেয় বলেই পাল্টা আঘাত খায়। আর তাদের জন্যই উঠেছে নানা নারী-আন্দোলনের ঝড়। তাদের জন্যই কবির এ কথা সত্য যে,

'যুগের ধর্ম এই -
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।'

তা ছেড়ে যেমন ডিম ঘোলা হয়ে যায়, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া তেমনি নারী নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যে নারী পুরুষের পাশাপাশি নিজের অধিকার নিয়ে সুখে জীবন-যাপন করছে, তাদের নারী-আন্দোলনের দিকে দৃক্পাত করে কোন লাভ নেই। যেহেতু তারা পথের অবহেলিতা প্রাণী নয়, তারা হল, রাজমাতা, রাজরানী ও রাজকন্যা। তারা বোরকা পরলেও তাদের মান ক্ষুণ্ণ হয় না; বরং তাতে তাদের মান বর্ধন হয়। কারণ, যারা নিজেদের ইজ্জতের হিফাযত করে, তাদের ইজ্জত বৃদ্ধি ছাড়া কি আর হ্রাস হতে পারে?

বাকী যারা মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথ অবলম্বন না ক'রে নারীর প্রতি অত্যাচার করে, তাদের জন্যও শরীয়তে সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সুতরাং তার জন্য পৃথক আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না।

অবশ্য নারী-স্বাধীনতা বলতে যদি কেউ জরায়ু-স্বাধীনতাকে বুঝায়, তাহলে অবশ্যই তারা ততদিন ক্ষান্ত হবে না, যতদিন নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশার বন্যায় পশুত্ব শুরু না হয়ে যায়।

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনুক। হারানো গৌরব ফিরে আসুক। প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক। কবূল করুক কবির দুআ ঃ-

'তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম-জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ।
দাও সে হারানো সুলতানাত,
দাও সেই বাহু, সেই দিল আজাদ।।'

আল্লাহুম্মা আমীন।

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.